মেষ পালক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। * কিন্তু ইহা সম্পূর্ণই ভ্রান্তি বিজ
ম্ভণা। কেন না মানুষসৃষ্টির বহুকাল পর পর্য্যন্ত মানুষ, স্বভাবজাত ফলমূল ও যদৃচ্ছা
লব্ধ পশুর মাংস ভক্ষণ দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত। এবং এক স্থানের ফলমূ
ও পশ্বাদির অভাব ঘটিলে মানুষ যাযাবর ভাবে অন্যত্র যাইয়া উপনিবিষ্ট হইত।
সমস্ত সত্য যুগে মানুষ কৃষি ও মেষপালন প্রণালী উদ্ভাবনে সমর্থ হইয়াছিলনা।
বায়ু পুরাণে লিখিত আছে যে ত্রেতা যুগের প্রথম ভাগে বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষি
গো রক্ষনাদি প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। † সুতরাং প্রথম সৃষ্ট মানুষের পুত্র
কৃষি ও মেষপালনে নিযুক্ত হইয়াছিল—ইহা সম্পূর্ণই অসম্ভব ব্যাপার। যা
বাইবেলের বংশাবলী অকল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা হইলে আ
ও হবা অবশ্যই অপেক্ষাকৃত সভ্যযুগের কোন লোক হইবেন, ইহাই আমাদি
গের স্থির সিদ্ধান্ত। উঁহাদিগের পূর্ব্বের বহু নর নারী লোকের সম্পূ
অজ্ঞাত থাকিয়া কালের কুক্ষিগত হইয়াছে। সুতরাং বাইবেলের আদম হব
আদি ও অকৃত্রিম মানব মিথুন, ইহা যুক্তিযুক্ত ও সপ্রমাণ হইতেছে না।
অপিচ অনেকের ধারণা বাইবেল আমাদিগের বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির পূর্ণ অ
কৃতি মাত্র। ‡ সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল ভ্রম প্রমাদ পুরাণাদিতে আছে
বাইবেলেও উহার পূর্ণ বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং আদিম মনু

---

* হেবল মেষপালক ও কায়িন কৃষক ছিল। আদিপুস্তক ৪ অ—২।

† নির্ব্বিশেষাঃ বৃত্তাঃ সর্ব্বা রূপায়ুঃ শীলচেষ্টিতৈঃ।
অবুদ্ধি পূর্ব্বকং বৃত্তং প্রজানাং জায়তে স্বয়ং॥ ৫৯
অপ্রবৃত্তিঃ কৃত যুগে কর্ম্মণোঃ শুভ পাপয়োঃ।
বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাশ্চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ॥ ৬০
গ্রামারণ্যাঃ স্মৃতাহ্যেতা ওষধ্যস্তু চতুর্দ্দশ।
উৎপন্নাঃ প্রথমা হ্যেতা আদৌ ত্রেতাযুগস্যতু॥ ১৫৯
ততঃ স তাসাং বৃত্ত্যর্থং বার্ত্তো পায়ং চকার হ। ১৬৩ বায়ু, পু ৮অ

‡ ঈশ্বরের আত্মার জলোপরি অবস্থিতি, অভাব পদার্থ আকাশের সৃষ্টি প্রভৃতি বা
বেলের সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব, মনু, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির সহিত অভিন্ন। দুই দেশে একই মতে
উদয় হইতে পারে, একই শ্রেণীর ভুলের উদয় অসম্ভব। তাহাতেই বোধ হয় দেখা দে
দেখি হইয়াছে।

আদিম ভাগ হইতে "আদম" এবং শতরূপার ধারাবাহিক ডাইলিউসনে (শতরূপা—হতরূপা—হপা—হবা—অবা—ইবা) উহা হবা বা ইবে পরিণত হওয়া বিচিত্র নহে। আমাদিগের তৃতীয় গণদেবতা যক্ষগণ তুরুস্কে যাইয়া যু বা যিহুদী নামে পরিচিত হইয়াছেন। * যক্ষ শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ যচ্ছ বা যচ্ছ হইতে পারে। যক্ষকৃষ্ণ নাম, বিকৃত হইয়া যেছচক্রাইষ্টে পরিণত হইয়াছে। যাহা হউক আমরা যে হেতুর নির্দ্দেশ করিলাম তাহাতে আদম হবা যে আদি মানবমিথুন হইতে পারেন না তাহা বোধ হয় মনীষী ব্যক্তিরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

আমাদিগের দেশেও মনু ও শতরূপা নারী আদি মানবমিথুন বলিয়া পরিচিত। কিন্তু এ কহিনীও যুক্তির পরিপন্থিনী নহে। কেন না মনুসংহিতা ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে মনু বিরাটের সন্ততি বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন, সুতরাং মনু, আদি মানব হইতে পারেন না। † তিনি যে আপনাকে সকল জগতের স্রষ্টা বা পিতা বলিয়াছেন, উহাও অভ্রান্ত উক্তি নহে। পুরাণে সনক

---

* জুরাকাশে সরস্বত্যাং পিশাচ্যাং জবনে স্ত্রিয়াং (ইতি মেদিনী)।

† দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাংস বিরাজ মসৃজৎ প্রভুঃ। ৩২
তপস্তপ্‌ত্বা সৃজত্ যংতু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ। ৩৩
মনু ১ অ।

সবিরাট্ তপোবিধায় যং নির্ম্মিতবান, তং মাং মনুং জানীত, অস্য সর্ব্বস্য জগতঃ স্রষ্টারং ইতি কুল্লুকভট্টঃ। স্রষ্টারং পিতৃস্থানীয়ং জন্মদাতারমিত যাবৎ।

বিরাজ মসৃজৎ ব্রহ্মা সোঽভবত্ পুরুষো বিরাট্।
সম্রাট্ মানস রূপাং বৈরাজস্ত মনুঃ স্মৃতঃ। ১৪।১০ অ বায়ু

সনাতন প্রভৃতি কতিপয় ঋষি, ব্রহ্মার মানস পুত্র বলিয়া সমাখ্যাত। * এবং মনুতে মরীচি ও অত্রি প্রভৃতি দশ প্রজাপতি মনুর সন্তান বলিয়া বিবৃত হইলেও † পুরাণবিশেষে উঁহারাও ব্রহ্মার মানসপুত্র ও মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষ বলিয়া পরিচিত। সুতরাং পুরাণসমূহেও মনুর আদিমত্ব অব্যাহত নহে। বিশেষ মনুতে মনু আপনাকে সকল জগতের স্রষ্টা বা আদি পিতা ও সংহিতা-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, এদিকে পুরাণ প্রবক্তারা মনুকে আদি সম্রাট্ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন ‡ এবং তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদও রাজা ছিলেন তাহা পুরাণে উল্লিখিত রহিয়াছে। ¶ এখন একটু

---

* যদাস্য তাঃ প্রজাঃ সর্ব্বান ব্যবর্দ্ধন্ত ধীমতঃ।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মনোঽসৃজৎ॥ ৪
ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা।
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈব মানসং॥ ৫
নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ।
সনন্দনাদয়ো যেচ পূর্ব্বং সৃষ্টাস্তু বেধসা॥ ৬
নতেলোকে হ্যসজ্জন্ত নিরপেক্ষাঃ প্রজাস্থতে।
সর্ব্বে তে হ্যাগতজ্ঞানা বীতরাগা বিমৎসরাঃ॥ ৭ বিষ্ণু পু ১অং

† অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং।
পতীন্ প্রজানামসৃজম্ মহর্ষীন্ নাদিতোদশ॥ ৩৪
মরীচি মত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদ মেবচ॥ ৩৫ । মনু—১অ

‡ এতত্ত আদিরাজস্য মনোশ্চরিত মদ্ভুতং।
বর্ণিতং বর্ণনীয়স্য তদপত্যোদয়ং শৃণু॥ ভাগবত ৩স্ক ২২অ

¶ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যতু।
দ্বৌ পুত্রৌ সুমহাবির্য্যৌ ধর্ম্মজ্ঞৌ কথিতৌ তব॥ ১ বিষ্ণু পু ১অ

অভিনিবেশ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে মনু কিছুতেই আদিম অথবা দ্বিতীয় মনুষ্য হইতে পারেন না। কেন না যদি তাঁহার পূর্ব্বে কেহ মানবপুত্ররূপে জন্মিয়া ছিলেন এরূপ স্বীকার কর, তাহা হইলে তাঁহারাও মনুষ্য (নর) ছিলেন বলিয়া মনু তাঁহাদিগের অবরজ ব্যক্তি হইতেছেন। মনু বা তাঁহার পুত্রেরা রাজা ছিলেন যদি একথা মানিয়া লও, তাহা হইলে প্রথম বা দ্বিতীয় নর রাজা হইল কি প্রকারে? প্রজা কোথায়? প্রকৃতি পুঞ্জই বা কোথায়? পৌরজানপদবর্গই বা কোথা হইতে আসিল? অগ্রে লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম, নগর, জনপদ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া তবে তাহার শাসন সংরক্ষণের নিমিত্ত রাজার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু যখন পৃথিবীতে এক বা দুই ব্যক্তির অধিক আর কেহ ছিলনা, যখন গ্রাম, নগর, রাজ্য ও নাগরিকের অস্তিত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল, তখন মনু রাজা হইলেন কোথায় এবং কাহাদের? যদি মনুর সাম্রাজ্য প্রকৃত বলিয়া মানিতে চাহ, তাহা হইলে অবশ্যই ইহাও মানিতে ও মনে করিয়া লইতে হইবে যে তাঁহার পূর্ব্বে বহু বংশপরম্পরার উৎপত্তি বিলয় ঘটিয়াছিল, এবং লোক সকল অপেক্ষাকৃত সভ্যতাসোপানে আরোহণ করিয়া গ্রাম, নগর, রাজ্যাদির সংগঠন করিয়াছিল, এবং মনু সেই রাজ্যের প্রথম রাজা হইয়াছিলেন। রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাৎ—সুতরাং মনুর পূর্ব্বে প্রকৃতিপুঞ্জের আবির্ভাব ও সত্তা স্বীকার করিতে হইবেই। যদি তাহা স্বীকার কর, তাহা হইলে তাঁহাকে আদি নর বলিয়াও স্বীকার ও সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছ না। ঋগেদে মনু, আর্য্যগণের আদিপুরুষ বলিয়া কথিত হইয়াছেন * এবং তাঁহার গৃহেও যাগযজ্ঞ হইত ইহাও ঋগ্বেদে বহুত্র উল্লিখিত হইয়াছে। † সুতরাং বুঝিতে হইবে যাগ যজ্ঞ করার বুদ্ধির উন্মেষ প্রথম বা দ্বিতীয় ব্যক্তির হইয়া ছিলনা। উহা মনুষ্য সৃষ্টির বহুকাল পরের ব্যাপার বলিয়া অবশ্যই বুঝিতে হইবে। মনু হইতে মরীচ্যাদি দশ প্রজাপতির উৎপত্তি হইয়াছে। মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ হইতে দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ প্রভৃতি

---

* যামথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত। ঋগ্বেদ ১ম। ৮০ সূ। ১৬

† বরং বো বৃক্ত বর্হিষো হিত প্রয়স আনুষক্।
সুত সোমাসো বরুণ হবামহে মনুষ্বদ্ দিদ্ধাগ্নয়ঃ। ৮ম—২৭ সূ ৭ ঋক্

সমুদয় মানবকুলের উৎপত্তি হইয়াছে। * কিন্তু বহু অনার্য্য জাতি ও সাধ্য দেবগণ মনুর সন্তান নহেন তাঁহারা বিরাট্‌সুত সোমসদ্ নামক পিতৃলোকের সন্তান সন্ততি। † অতএব মনু, আদিমানব, একথা অসঙ্গতি দোষদুষ্ট হইতেছে। আমরা মনু হইতে মানব, মানুষ ও মনুষ্য নামে বিশেষিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সকল নরেরই আদি পুরুষ যে মনু তাহা নহে। মনুতে মনুকে দ্বিতীয় মনুষ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, উহাও সম্পূর্ণ প্রমাদ বিজৃম্ভণা, কেন না দ্বিতীয় মনুষ্য, সংহিতাপ্রণয়নে বা সাম্রাজ্যকরণে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, ইহা হইতে পারেনা।

তবে আদি মানব কে? মাননীয় স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুর ব্রহ্মাকেই আদি মানব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ‡ কেমন ব্রহ্মাই কি তবে আদি মানব বলিয়া সনন্দ পাইবার অধিকারী হইবেন? না কখনই নহে। তাঁহাকেও আমরা সে পদে অধিষ্ঠিত করিতে সমর্থ নহি। প্রমাণ ও আপ্তবাক্য আমাদিগকে তত্‌পরিপন্থী হইতে বাধা করিতেছে। কেন? আমরা একটী একটী করিয়া তন্ন তন্ন ভাবে তাহা দেখাইয়া দিতেছি।

এক ব্রহ্মা ব্রহ্মরূপে স্রষ্টিকর্ত্তৃরূপে আপনার অর্দ্ধাংশে আপনি উপগত হইয়া বিরাটের উৎপত্তি বিধান করেন। ¶ সে ব্রহ্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয়

---

* ব্রহ্মণস্তনয়ো যোভূত্ মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।
কশ্যপস্তস্য পুত্রোভূৎ কাশ্যপো নাম নামতঃ॥ ৩
দক্ষস্য তনয়া ব্রহ্মন্ তস্য ভার্য্যা ত্রয়োদশ।
বহবস্তৎ সুতাশ্চাসন্ দেবদৈত্যোরগাদয়ঃ॥ ৪ মার্কণ্ডেয় ১০৪ অ

† বিরাট্ সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষাত্তাশ্চ দেবানাং মারীচা লোকবিশ্রুতাঃ॥ ১৯৫। ৩ অ—মনু

‡ ইনি (ব্রহ্মা) ঈশ্বরসৃষ্ট আদি পুরুষ বা প্রথমজাত মনুষ্য। ১৩০৫ সাল মাঘ মাস পুণ্য ২৩৩ পৃষ্ঠা।

¶ মনু—১ অ. ৩২ দেখ।
দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স ব্রহ্মা বৈ চাসৃজৎ প্রজাঃ॥ ১৬ অগ্নি পু ১৭ অ

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেরও সৃষ্টিকর্ত্তা বটেন। এহেন সৃষ্টিকর্তৃত্ব মানুষে সম্ভবেনা, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা আদি মানুষ নহেন। মানুষও নহেন। এ ব্রহ্মা সংজ্ঞা, ব্রহ্মেরই বটে। পুরাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের সৃজনী শক্তি ঐ নামেই পরিচিত। ঐরূপ সংহৃতি শক্তি শিব ও পালনী শক্তি বিষ্ণু নামে সংজ্ঞাত হইয়াছেন। এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নাম ব্রহ্মেরই অবস্থাভেদ দ্যোতিত করে। ইহার সহিত মনুষ্যত্বের কোন সংশ্রবই নাই। এসব কল্পিত উপাধি মাত্র। ইহা ছাড়া আরও এক শেট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা মানুষ ছিলেন, মানুষ দেবতা ছিলেন। দেবতা দ্বিবিধ। কল্পিত দেবতা ও মানুষ দেবতা। ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, জয়ভৈরব, মাখাল, ঘণ্টাকর্ণ, যম ও লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবতারা এবং ঋগ্বেদের কল্পিত আরাধ্য দেবতারা কল্পিত দেবতা এবং যে সকল মনুষ্য, দিব্ বা স্বর্গে বাস করিতেন তাঁহারাই মানুষ দেবতা। সাধারণতঃ আর্য্যগণই এই মানুষ দেবতা ছিলেন। আর্য্যকুল স্বর্গ হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া দেবতা নামে বঞ্চিত হইয়াছেন। * দ্বিজগণের ভূদেব সংজ্ঞা তাঁহাদিগের দেবত্ব বিঘোষিত করিতেছে। আর যাঁহারা দিব্ বা ভৌগোলিক স্বর্গে থাকিয়া গেলেন তাঁহারাই দেব বা দেবতা নামের অধিকারী রহিলেন। কিন্তু মনু দেব দানব মানব অর্থাৎ আর্য্যকুলের সকলেরই আদি পুরুষ † সুতরাং দেবতারা মানুষ ভিন্ন জীবান্তর হইতেছেন না। উঁহারা জন্ম মৃত্যুরও অধীন ছিলেন, অমর

---

* উত্তরস্য সমুদ্রস্য সমুদ্রান্তে চ দক্ষিণে।
কুরবস্তত্র তদ্বর্ষং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতং॥ ১১
দেবলোকাৎ চ্যুতাস্তত্র জায়ন্তে মানবাঃ শুভাঃ॥
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্ব্বেচ স্থির যৌবনাঃ॥ ১৩ বায়ু ৪৫ অ
দেব লোকাৎ চ্যুতাঃ সর্ব্বে দেবরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ। ৯ বায়ু ৪৬ অ

† অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং।
পতীন্ প্রজানা মসৃজং মহর্ষীনাদিতোদশ॥ ৩৪
মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেবচ॥ ৩৫

নাম অতিবাদ মাত্র। শাস্ত্রে হিমালয়, গন্ধমাদন, সুমেরু, কৈলাস, হেমকূট প্রভৃতি পর্ব্বতমালা, তিব্বত, চীন, তাতার ও মধ্য সাইবিরিয়া বা উত্তর কুরু, স্বর্গ বলিয়া বিশেষিত। এই দিব্ বা স্বর্গই মানবের আদি প্রসূতিক্ষেত্র, এবং ইহা হইতেই জগতের সর্ব্বত্র মানুষ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। * এই ব্রহ্মা মানুষ ও দেবতা ছিলেন সুমেরু পর্ব্বতে তাঁহার প্রধান অবস্থিতি স্থান ছিল। তিব্বতের মানস সরোবর তাঁহারই নামে পরিচিত। এই ব্রহ্মা মানুষ বটেন, কিন্তু তিনি প্রথম মানুষ ছিলেন না। কেন না শাস্ত্রে তাঁহাকে আদি কবি বলিয়া

এতে মনূংস্তু সপ্তান্যান্ অসৃজন্ ভূরি তেজসঃ।
দেবান্ দেবনিকায়াংশ্চ মহর্ষীংশ্চামিতৌজসঃ॥ ৩৬ মনু ১ অ
অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশাস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥ ১৯২
মনোর্হৈরণ্যগর্ভস্য যে মরীচ্যাদয়ঃ সুতাঃ।
তেষাং ঋষীণাং সর্ব্বেষাং পুত্রাঃ পিতৃগণাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৯৪
বিরাট্সুতাঃ সোমসদঃ সাধ্যানাং পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অগ্নিষ্বাত্তাশ্চ দেবানাং মারিচা লোকবিশ্রুতাঃ॥ ১৯৫
দৈত্যদানবযক্ষাণাং গন্ধর্ব্বোরগরক্ষসাং।
সুপর্ণকিন্নরাণাঞ্চ স্মৃতা বর্হিষদোঽত্রিজাঃ॥ ১৯৬
সোমপা নাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপা নাম শূদ্রাণান্তু সুকালিনঃ॥ ১৯৭
সোমপাশ্চ কবেঃ পুত্রাহবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃ সুতাঃ।
পুলস্ত্যস্যাজ্যপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ॥ ১৯৮
ঋষিভ্যঃ পিতরো জাতাঃ পিতৃভ্যো দেব দানবাঃ।
দেবেভ্যস্তু জগৎ সর্ব্বং চরং স্থান্বনু পূর্ব্বশঃ॥ ২০১ মনু ৩ অ

* স এষ পর্ব্বতো মেরুর্দেবলোক উদাহৃতঃ। বায়ু পু ২৪—৮৫
তদেতৎ সর্ব্বদেবানা মধিবাসে কৃতাত্মনাং।
দেবলোকে গিরৌ তস্মিন্ সর্ব্বশ্রুতি স্তু নীয়তে॥ ৯৫ বায়ু ৩৫ অ
অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ॥ ইতি কুমার সম্ভবং।
ব্রহ্মানামীশ্বরঃ শ্রীমান কৈলাসনিলয়ঃ প্রভুঃ। ৮৪। ৩০ অ বায়ু

নির্দ্দেশ করিতেছে। * এবং তিনি আপন পুত্র অথর্ব্বকে বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। † সুতরাং সে ব্রহ্মা বেদসৃষ্টির ও বেদ রচনার এবং বেদপ্রণেতা ঋষিসমূহের পরে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষের ক্রমোন্নতি সর্ব্ববাদিস্বীকৃত সাধারণ সত্য। সুতরাং ব্রহ্মা প্রথম মানুষ হইয়া কবিত্ববিভূষিত ও বেদবিদ্যা পারদৃশ্বা হইতে পারিয়াছিলেন, একথা বিশ্বাস করা ঠিক নহে। অপিচ শাস্ত্রে ব্রহ্মা সুরজ্যেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত।

মনুর ঔরসে মরীচি ও মরীচির ঔরসে ও কলাদেবীর গর্ভে

তত্র দেবগণাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ।
শৈলরাজে প্রদৃশ্যন্তে শুভাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ ৫৫
সতু মেরুঃ পরিবৃতোভুবনৈ র্ভূতভাবনঃ।
চত্বারো যস্য দেশা বৈ নানা পার্শ্বেষধিষ্ঠিতাঃ॥ ৫৬
ভদ্রাশ্বো ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমঃ।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ॥ ৫৭ বায়ু ৩৪ অ
দিবিচেহচ বিখ্যাতা উত্তরাঃ কুরবঃ সদা। ৪৭ বায়ু ৩৫ অ
তত্রা (মেরৌ) প্রমং ভগবতঃ কশ্যপস্য প্রজাপতেঃ। ২২ বায়ু ৩৮
বিস্তীর্ণে মধ্যমেকূটে হেমধাতুবিভূষিতে।
দীপ্তমায়তনং বিষ্ণোঃ সিদ্ধর্ষিগণসেবিতং॥
৪৯। ৪১ অ বায়ু।

তত্র বিষ্ণোঃ সুরগুরোর্দীপ্তমায়তনং মহৎ। ৪৮। ৩৮ অ বায়ু
তত্র তদ্দেবরাজস্য পারিজাত বনং মহৎ। ১১ ৩৯ অ বায়ু

* জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদি কবয়ে মুহ্যন্তি যত্ সূরয়ঃ। ভাগবতস্য ১ম শ্লোকঃ।
আদিকবয়ে ব্রহ্মণে, ইতি শ্রীধরস্বামী।

† ওঁ ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা।
ভুবনস্য গোপ্তা। স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ। ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম পাঠঃ।

কশ্যপের জন্ম হয়। * তদন্বয়ে অগ্নিস্বাত্ত নামে দেব পিতৃলোকগণের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই অগ্নিস্বাত্তগণেরই অধস্তন সন্তান সন্ততি। সুতরাং এহেন ব্রহ্মার পূর্ব্বে কত কোটী লোকের জন্ম মৃত্যু হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তাই নাই। কাজেই আমরা ব্রহ্মাকে প্রথম মনুষ্য বলিয়া স্বীকার করিতে অসমর্থ। ঋতেন্দ্র বাবু আত্মভূব্রহ্মা ও সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মাকে এক জিনিষ ভাবিয়া মনুষ্য ব্রহ্মাতে স্রষ্টৃত্বের আরোপ করিতে সমুদ্যত। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। অভিধানে শ্বানং যুবানং মঘবানের ন্যায় বহুত্রই অযোজ্যযোজনা ঘটিয়াছে। † তজ্জন্য সেই ভ্রমের অনুবর্ত্তী হইয়া ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা সমাচীন নহে।

আত্মভূ বা স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্ম। তিনি ও সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এক পদার্থ নহেন। এই আত্মভূ ব্রহ্মা লোকপিতা বিরাটের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পিতৃস্বরূপ, তজ্জন্য তিনিই অর্থাৎ আত্মভূ ব্রহ্মাই জগতে লোকপিতামহ নামে পরিচিত। কিন্তু সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা লোকপিতামহ নহেন। কেন না তিনি বহুলোকের পরবর্ত্তী লোক বিশেষ।

তবে প্রকৃত আদিপুরুষ কে? আমাদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় প্রকৃত আদি পুরুষ, প্রকৃত আদি মানব—বিরাট্ হইতে পারেন। কেন না লোক পিতামহ আত্মভূ ব্রহ্মা হইতে প্রথমেই তাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে। মনু ব্রহ্মার বা পরব্রহ্মের নিরাকার দেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া নারী ও পুরুষদেহে পরিণত করেন ও তাঁহাদিগের উপগতিতে বিরাটের উৎপত্তি বিধান করিয়াছেন। বস্তুতঃ পরমেশ্বর যে প্রকারে আদি মানবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন

---

* ব্রহ্মণস্তনয়ো যোভূত্ মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।

কশ্যপস্তস্য পুত্রোভূত্ কশ্যপানাং সকশ্যপঃ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণং।

কশ্যপঃ—মুনিভেদঃ। কলা গর্ভজো মরীচিমুনে রৌরসঃ পুত্রঃ। অস্য ভার্য্যা দক্ষকন্যা সপ্তদশ কন্যা ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ।

† ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ। ইত্যমরঃ।

'বিষ্ণুর্নারায়ণঃ কৃষ্ণঃ,' অমরের ইহাও অযোজ্য যোজনা। কেন না উঁহারা পৃথক্ ভিন পদার্থ।

তাহা অজ্ঞেয়। মনুর ইহা বিকৃত পৌরাণিক কল্পনা মাত্র। অপর মনু বিরাটের পরেই স্বায়ম্ভুব মনুকে বিরাটের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ প্রমাদসংদুষ্ট প্রলাপোক্তি মাত্র কেন না দ্বিতীয় মনুষ্য নিরক্ষর উলঙ্গ পশু-বিশেষই ছিলেন, তিনি সংহিতা প্রণয়নসমর্থ আদি সম্রাট হইতে পরিয়াছিলেন নাই ইহাই অমোঘ সত্য। আর্য্যগণ কুলপঞ্জিকা প্রণয়ন বা বংশাবলী লিখিতে আরম্ভ করিয়া যে পূর্ব্বপুরুষের নাম স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাঁহাকেই আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মনুর পূর্ব্বে ও বিরাটের পরে যে আর বহু বংশ পরম্পরার জন্ম মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। মনু নিজেই একত্র দেবতা প্রভৃতিকে মরীচি প্রভৃতি দশ প্রজাপতির সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সাধ্য দেবগণকে হৈরণ্যগর্ভ মনুর বংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহাদিগকে বিরাট্ সুত সোমসদ্ গণের সন্তান বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। * ইহাতেও প্রতিপন্ন হইতেছে বিরাট্, মনুর বংশ ও সাধ্য দেবগণেরও পিতৃলোক সোমসদ্গণেরও আদিপুরুষ।

ফলতঃ বিরাট্ যে আদিপুরুষ তাহা অমরা বেদের মধ্যেও স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম পুরুষ নামে সমাখ্যাত হইয়াছেন। পুরুষ সূক্তের ১। ৫ম ঋকে এই রূপ লিখিত হইয়াছে—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাত্।
স ভূমিং বিশ্বতো অত্যতিষ্ঠত্ দশাঙ্গুলং ॥ ১
তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
সজাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫

ইহার তাত্পর্য্য এই এই বিশালমূর্ত্তি পুরুষ সংজ্ঞক পরমেশ্বর হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই বিরাট্ হইতে আরম্ভ করিয়াই অধিপুরুষ বা অধিষ্ঠাতৃপুরুষ অর্থাৎ আদি পুরুষের গণনা আরব্ধ হইয়াছে। এই বিরাট্ই অধিষ্ঠাতৃপুরুষ অর্থাৎ বাস্ত পুরুষ বা আদিপুরুষ বটেন। তিনি জন্ম গ্রহণ করিলে পর ভূমিকে পশ্চাৎ দিকে ও সম্মুখের দিকে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

* মনু ৩ অ ১৯৫। দেখ।

অর্থাৎ তাঁহার সন্তান সন্ততি দ্বারা পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

মনু, ঋগ্বেদ অথর্ব্ববেদ ও বিষ্ণু পুরাণ প্রত্যেকেই বিরাট্‌কে আদি পুরুষ বলিয়া বিঘোষিত করিতেছেন। * বিরাট্ কোন নাম নহে তখন কে তাহার নাম রাখিবে বল? আদি পুরুষের বিশালত্ব ও ভীষণত্ব দ্যোতন জন্যই এই নামের কল্পনা হইয়াছিল মাত্র।

মহামতি বেদাচার্য্য সায়ণাচার্য্য এই ৫ম ঋকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা আমরা নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। তিনি বিরাট্ বা বেদ ব্রহ্মাণ্ডদেহ অর্থাৎ বিবিধ বস্তু সমাকীর্ণ জগৎকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন † বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী আবার বিরাট্‌কে একবারে

---

* মনু ১ অ ৩২।৩৩ শ্লোক দেখ। ঋগ্বেদ পুরুষ সুক্ত ৫ম ঋক্।
বিরাট্ বা ইদমত্র আসীৎ তস্যা জাতায়াঃ
সর্ব্বমবিভেদি যদেবেদং ভবিষ্যতীতি। অথর্ব্ব ৮ কা ৫ অনু —১
বিরাট্ প্রজাপতিঃ বিরাট্ মৃত্যুঃ সাধ্যানামধিরাজো বভূব ইতি অথর্ব্ব ৯ কা ৫ অনু ৪২
সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সর্ব্বব্যাপী ভুবঃস্পর্শাৎ অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং॥ ৫৮
যদ্ ভূতং যচ্চ বৈ ভাব্যং পুরুষোত্তম তদ্ ভবান্।
ত্বত্তো বিরাট্ স্বরাট্ সম্রাট্ ত্বত্ত শ্চাপ্যধিপুরুষঃ॥ ৫৯
অত্যরিচ্যত সোধশ্চ তির্য্যক্ চোর্দ্ধঞ্চ বৈ ভুবঃ। বিষ্ণু পু ১২ ১ম অংশ।

† তস্মাদাদি পুরুষাৎ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডদেহঃ অজায়ত উৎপন্নঃ
বিবিধানি রাজন্তে বস্তুনি অত্র ইতি বিরাট্। বিরাজোঽধি
বিরাট্ দেহস্য উপরি তমেব দেহ মধিকরণং কৃত্বা পুরুষঃ তদ্দেহাভিমানী কশ্চিৎ
পুমানজায়ত সোয়ং সর্ব্ববেদান্তবেদ্যঃ পরমাত্মা।
স এব স্বকীয়য়া মায়য়া বিরাট্ দেহং ব্রহ্মাণ্ডরূপং সৃষ্ট্বা তত্র জীবরূপেণ প্রবিশ্য
ব্রহ্মাণ্ডাভিমানী দেবতাত্মা জীবো ভবৎ।
সজাতো বিরাট্‌পুরুষঃ অত্যরিচ্যত অতিরিক্তোভূৎ।
বিরাট্ ব্যতিরিক্তো দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যাদিরূপোভূৎ।
পশ্চাৎ দেবাদিজীবভাবা দূর্দ্ধং ভূমিং সসর্জ্জ ইতি শেষঃ।
অথো ভূমেঃ সৃষ্ট্যান্তরং তেষাং জীবানাং পুরঃ সসর্জ্জ।
পূর্য্যন্তে সপ্তভির্ধাতুভি রিতি পুরঃশরীরাণি। ইতি সায়ণ ভাষ্যং।

ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াই নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন * কিন্তু সায়ণের ও শ্রীধরের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ দোষসংদুষ্ট, কেননা মনুতে মনু বিরাটের পুত্র ও সাধ্য দেবগণের পিতৃলোক সোমসদেরা বিরাট্ তনয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন এমত অবস্থায় বিরাট্‌কে জড়পিণ্ডে পরিণত করা বড়ই হাস্যকর ব্যাপার। সায়ণ ও শ্রীধর স্বামী মনুর কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন নতুবা এরূপ ভ্রম হইতে পারেনা। সায়ণ অধিপুরুষ অর্থে পরমাত্মা সাব্যস্থ করিয়াছেন উহা অর্থ ও ব্যাখ্যা ব্যাভিচার মাত্র। তিনি একটী সসর্জ ক্রিয়ার অধ্যাহার করিয়া পশ্চাৎ ভূমিং সসর্জ ও ভূমিস্থ জীবানাং পুরঃ শরীরাণি এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন উহা নিতান্তই বিকৃতার্থ বটে। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পরে আবার ভূমির সৃষ্টির কথা কেন আসিবে? ভূমি কি ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া? আবার "পুরঃ" শব্দের সহিত "তেষাং জীবানাং" বাক্যের যোজনা করিয়া আরও রহস্যের অভিনয় করিয়াছেন। জীবগণের শরীর সৃজন করিলেন কেহ কি এরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে? জীবগণের সৃজন করিলেন ইহাইত সঙ্গত কথা হইত। ফলতঃ পুরঃ অর্থ এখানে অগ্রভাগ শরীর নহে।

মাননীয় দত্তজ মহাশয়ও এই ঋকের ব্যাখ্যা স্থলে ভ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন পুরুষ হইতে বিরাট্ হইয়াছেন আবার বিরাট্ হইতে পুরুষ হইয়াছেন † এ অর্থ নিতান্তই হাস্যজনক। "বিরাজঃ" পঞ্চম্যন্ত পদ দেখিয়াই ভট্ট মোক্ষমূলর মহাশয় বিপথে গমন করিয়াছিলেন।

* বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডং স্বরাট্ ব্রহ্মা সম্রাট্ মনুঃ।
অধিপুরুষঃ চ এষামধিষ্ঠাতা মহাপুরুষ ইতি শ্রীধরস্বামী।
এ ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক পূর্ণ।

† তাঁহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন এবং বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন (দত্তজ মহাশয় কৃত অনুবাদ)। তাঁহা হইতে অর্থাৎ পুরুষ হইতে। পুরুষ সূক্ত (৯০ সূ) ৫ম ঋকের অনুবাদ দেখ।

দত্তজ মহাশয় তাঁহাকে মহাজন বানাইয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছেন। এখানে এই ৫মী বিভক্তি ল্যব্‌লোপে হইয়াছে এরূপ বুঝিতে হইবে।

যাহাহউক আমরা বিরাট্‌কেই আদি পুরুষ বলিয়া মানি ও প্রমাণও তাহাই পাইতেছি। এখন মনীষিগণ ইহার সুবিচার করিবেন। *

শ্রীউমেশচন্দ্র দাস গুপ্ত।

নারীজাতির প্রথম কর্ত্তব্য। †

(গ্র্যাণ্ট য়্যালেনের মত)

একখানি জাহাজ কয়েকটী যাত্রী লইয়া ইংলণ্ডাভিমুখে যাইতেছিল। জুন মাসের মধ্যভাগে জাহাজ আটলাণ্টিক মহাসাগরে উপস্থিত হইল। সেই সমুদ্রবক্ষে একদিবস সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত গ্রীষ্মবোধ হইতে লাগিল। সে দিবস গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ সমুদ্রবক্ষে বাতাস এত উত্তপ্ত হইল যে যাত্রীগণ আর জাহাজের কক্ষমধ্যে থাকিতে পারিলনা। হুইটমোর নামক একজন সাহেব সপরিবারে ঐ জাহাজে যাইতেছিলেন এবং তৎসঙ্গে একজন সৈনিক পুরুষও

* এই প্রবন্ধের অলোচিত বিষয় আদি মানব কে? সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বক্তব্য এবার স্থানাভাবে যাইতে পারিলনা। বারান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবে। পুঃ সং।

† গ্রাণ্ট য়্যালেন গল্পচ্ছলে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এই চাণক্য-নীতির সমর্থন না করিয়া "প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ" মনুর এই ধর্ম্মনীতিরই একরূপ সমর্থন করিয়াছেন। পুঃ সং

যাইতেছিলেন। সে দিবস সহসা গ্রীষ্মের উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়ায় হুইটমোর সাহেব সস্ত্রীক জাহাজের ডেকের উপর কেদারায় বসিয়া কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে গেলেন। তাঁহার দুইটী শিশু সন্তান জাহাজের কক্ষমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে কিয়ৎকাল অলসভাবে নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে সৈনিক পুরুষটী ডেকের উপর আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে নীতিশাস্ত্রের কূটতর্কে আসিয়া পড়িলেন।

বিবি হুইটমোর বলিলেন "আমার মতে স্ত্রীজাতির সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য স্বামীরই প্রতি"। ইহাতে হুইটমোর সাহেব বলিলেন "আমার মতে স্ত্রীজাতির সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য সন্তান সন্ততিরই প্রতি"। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ক কূটতর্কে সৈনিকপুরুষের বিশেষ নিপুণতা ও বিচক্ষণতা ছিল। তিনি হুইটমোর সাহেবের ঐ কথা শুনিয়াই আস্তে আস্তে হুইটমোর সাহেবকে জিজ্ঞাসিলেন "আপনি কিরূপে এই সিদ্ধান্ত করিলেন?"

হুইটমোর সাহেব বলিলেন "কেন, ইহাত সমুদয় প্রকৃতি রাজ্যেই বিরাজমান রহিয়াছে। নৈসর্গিক নির্ব্বাচনীশক্তি প্রভাবে আমাদের হৃদয়ে যে সমুদয় ভাবের উদয় হয় ইহা ঐ সমুদয় ভাবের সারভাগমাত্র। পুরুষজাতি কখন পরিশ্রমে কাতর নহে। পুরুষজাতি সর্ব্বদাই স্ত্রীজাতি এবং আপন সন্তান সন্ততির কল্যাণসাধন ও রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন ও অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে। স্ত্রীজাতি হয় কেবল আপন সন্তানসন্ততির হিতানুষ্ঠান ও রক্ষার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকে অথবা বিপদকালে পুরুষজাতিকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া লাঙ্গুল সঙ্কোচন পূর্ব্বক পলায়ন করে। পুরুষ তখন আপনার রক্ষা আপনিই করেন।"

সৈনিক পুরুষ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন' "হাঁ, যথার্থ বটে, আমার স্মরণ হইতেছে আমি একবার একটী নালার ধারে শিকার করিতে বাহির হই। অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিয়া পরে এক জঙ্গলের মধ্যে দেখিলাম এক ব্যাঘ্র আপন ব্যাঘ্রী ও শাবকসহ লুক্কায়িতভাবে বসিয়া রহিয়াছে। আমি ব্যাঘ্রের দিকে বন্দুক চালাইলাম। ব্যাঘ্রটী তখন ব্যাঘ্রী ও শাবকদিগের প্রাণনাশ আশঙ্কায় এক লম্ফ দিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল। কিন্তু

ব্যাঘ্রী ও শাবকেরা সেই দীর্ঘাকার শরবনের মধ্য দিয়া গুড়ি মারিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। আমি ব্যাঘ্রের প্রাণ সংহার করিয়া ব্যাঘ্রীর পশ্চাৎ ধাবমান হইলাম। ব্যাঘ্রী সেই বিপন্নাবস্থায় আমার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশা না দেখিয়া সহসা আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শাবকদিগের প্রাণরক্ষার্থ আমার সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। আমি দেখিতেছি আপনার কথাটীও ঠিক এইরূপ”।

হুইটমোর সাহেব সৈনিক পুরুষের কথা শুনিয়া বলিলেন “হাঁ, ঠিক এইরূপই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে ও আসিবে।দেখুন স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতির মধ্যে পুরুষজাতিই অধিকতর বলবান ও কার্য্যকুশল সুতরাং পুরুষজাতি স্ত্রীজাতি ও সন্তান সন্ততি এই উভয়ের রক্ষার জন্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবেই করিবে। উভয়জাতির মধ্যে স্ত্রীজাতি দুর্ব্বলতর। পুরুষজাতির আত্মরক্ষার্থে স্ত্রীজাতির নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য আবশ্যক না হইলেও স্ত্রীজাতি যে সন্তান সন্ততির রক্ষক তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বিপদ যতই ভয়ানক হউকনা কেন স্ত্রীজাতি বিপদকালে স্বামীকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া অনুক্ষণ সন্তান সন্ততির রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে। ইহাতে স্ত্রী স্বামীপরিত্যাগদোষে দূষিত হইবেনা। বিপদকালে স্বামী আপন রক্ষা আপনিই করিবে। অধিকন্তু সন্তান সন্ততিগণ পিতামাতার ভাবী বংশধর এবং সমগ্র জাতির আশাস্থল সুতরাং তাহাদিগের রক্ষা ও মঙ্গলচেষ্টা পিতামাতা উভয়েরই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দেখুন পিতার জীবনকালের অধিকাংশ সময়ই একরূপ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং তৎসঙ্গে জগতের মঙ্গল সাধনের অনেক অবসরও তাঁহার চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং পিতা পুত্রকন্যার রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিলে অধিক ক্ষতি হইতে পারে না। কিন্তু সন্তান সন্ততির প্রায় সমস্ত জীবনই এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য কলাপ সমাপিত হওয়া দূরে থাকুক এখনও আরম্ভই হয় নাই। সুতরাং পুত্র কন্যার রক্ষাই মাতার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পুত্র কন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে স্বামীকে রক্ষা করিতে যাওয়া স্ত্রীজাতির কোন আবশ্যক নাই। মাতা পুত্রকন্যাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং স্তন্য পান করাইয়া লালন পালন করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদিগকে পরিত্যাগ

ক্ষরিয়া স্বামীর রক্ষা চেষ্টা করা অস্বাভাবিক, ক্ষতিকর এবং নারীজনের অনু-চিত কার্য্য।"

বিবি হুইটমোর একটু চটিয়া বলিলেন "ইহাতো পশুচর্য্যা। আমরা তো পশু নহি। আমি পুনরায় বলিতেছি সর্ব্বক্ষণই নারীজনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্বামীরই প্রতি। এক্ষণে ওসব কথা রাখিয়া দিন। ছেলেরা হয়তো এতক্ষণ কত উপদ্রব করিতেছে, একবার দেখিয়া আসি। এই বলিয়া বিবি হুইটমোর ডেক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক জাহাজের শয়নকক্ষে গেলেন।

বিবি হুইটমোর নামিয়া গেলে সৈনিক পুরুষ হুইটমোর সাহেবকে বলিলেন "ইহাতে একটী সুন্দর নৈতিক প্রশ্ন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। আমার বোধ হয় আপনি পুরুষজাতিকে একটু গোলযোগের অবস্থায় ফেলিলেন"।

হুইটমোর সাহেব বলিলেন "না, আমি ব্যাপারটীকে এইরকম ভাবে দেখিয়া থাকি। পিতামাতা পুত্রকন্যার প্রতি প্রভূত স্নেহবর্ষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা প্রায় তৎপরিবর্ত্তে পুত্রকন্যার নিকট হইতে অল্পমাত্রই ভক্তি বা স্নেহ পাইয়া থাকেন। সুতরাং এই বিষয়ে পুত্রকন্যাগণ সম্পূর্ণরূপে পৈতৃক ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। পুত্রকন্যাগণ আপন আপন পুত্রকন্যা-দিগের প্রতি স্নেহ দেখাইয়া পিতামাতার অবশিষ্ট স্নেহঋণের পরিশোধ করে। পিতামাতাও তদ্রূপ পুত্রকন্যার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া আপন আপন পিতামাতার ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। সেইরূপ স্বামী স্ত্রীর প্রতি যে ভালবাসা দেখাইয়া থাকেন, স্ত্রী স্বামীর প্রতি ভালবাসা দেখাইয়া তাহার কতকাংশ পরি-শোধ করেন এবং সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ দেখাইলেই স্ত্রীর স্বামীদত্ত ঋণের অবশিষ্টাংশ পরিশোধ হইয়া যায়; কারণ সেই সন্তান সন্ততিগণ তাহার স্বামীরই। আমার মতে এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারে সমগ্র জীবজাতির সংরক্ষণ ও শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইতে পারেনা। স্বামী সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রীকে পরে পুত্র কন্যাকে ভালবাসিবে। স্ত্রীও সর্ব্বপ্রথমে পুত্রকন্যাকে কতক ভালবাসা দেখাইয়া পরে আপনার ভালবাসার অবশিষ্টাংশ স্বামীতে অর্পণ করিয়া স্বামী-দত্ত ভালবাসার পরিশোধ করিবেন"।

এই কথা বলিতে বলিতে সৈনিক পুরুষ একটু হাই তুলিয়া বলিলেন

"আমরা বড় ভাবপ্রবণ হইয়া পড়িতেছি, রাত্রিও অধিক হইয়াছে। আসুন একটু ধূমপান করা যাক"। তাঁহারা দুইজনে ধূম পান করিয়া ক্ষণকাল পরে ডেক হইতে নিঃশঙ্কচিত্তে জাহাজের শয়নকক্ষে নামিয়া গেলেন। অর্দ্ধ-ঘণ্টা মধ্যে সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল, কেবল একজন মাত্র নাবিকপ্রহরী ডেকের উপর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া তৎকালে জাহাজের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিল।

সহসা সমুদ্রবক্ষে কুজ্ঝটিকা দেখা দিল। রাত্রিকালে সমুদ্রবক্ষে কুজ্ঝটিকা উপস্থিত হইলে নাবিকেরা অত্যন্ত ভীত হইয়া থাকে।

প্রায় রাত্রি দুই ঘটিকার সময় সহসা জাহাজের গতি বন্ধ হইয়া গেল। সমস্ত জাহাজ মধ্যে একটা ভয়ানক ঝন্ ঝন্ শব্দ উত্থিত হইল। সেই বিকট শব্দে যাত্রীগণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। দুই তিন দণ্ড পরে জাহাজের লৌহফলক সকল ঝনৎকার শব্দ করিতে লাগিল, কাষ্ঠ সমুদায় কড় কড় শব্দে কম্পিত হইতে লাগিল। আরোহীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ তখন এক জলমগ্ন পাহাড়ে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছে। মুহূর্ত্ত পরে জাহাজের জ্বলন্ত বাতী সকল নিবিতে আরম্ভ করায় জাহাজ অন্ধকারময় হইয়া আসিতে লাগিল। আরোহীগণ অন্ধকারে ভয়ে নির্বাক হইয়া জাহাজের অভ্যন্তর ভাগ হইতে বহির্গত হইবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা পাইতে লাগিল। ডেকের উপর কয়েকটী নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকে অন্ধকারের ভীষণমূর্ত্তি দেখা যাইতেছিল। তলভেদ হইয়া জাহাজে এরূপ জল প্রবেশ করিতে লাগিল যে অবিলম্বে উহার অর্ণবগর্ভে মগ্ন হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

সমুদ্রবক্ষে সেই দুর্ঘটনাকালে জাহাজের কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই। কাপ্তেন সাহেব প্রাণপণে জাহাজ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু অবশেষে জাহাজ রক্ষা হওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিল। তখন আরোহীগণের প্রাণনাশের উপক্রম হইল। এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া কাপ্তেন সাহেব অনন্যোপায় হইয়া অগ্রে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের প্রাণরক্ষার্থে জাহাজের উপরিস্থিত একখানি বোট জলে ভাসাইতে আদেশ দিলেন। নাবিকেরা ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের প্রাণরক্ষার জন্য বোট জলে ভাসাইয়া দিল। জাহাজের ইঞ্জিনঘরের কয়েকটী কর্ম্মকর আসন্ন বিপদের সংবাদ পাইয়া প্রাণভয়ে অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় ইঞ্জিনঘর হইতে দ্রুতবেগে বহির্গত হইয়া বলপূর্ব্বক প্রথমেই

বোটখানি অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। সমুদ্রবক্ষে জাহাজ জলমগ্ন হইলে এইরূপে যাত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের প্রাণরক্ষা করা নাবিকদিগের পক্ষে অত্যন্ত দোষাবহ। সুতরাং জাহাজের সহকারী অধ্যক্ষ কর্ম্মকরদিগকে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে তীক্ষ্ণ তরবারি বহিষ্কৃত করতঃ ভয় প্রদর্শন করিয়া স্থিরগম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন "যদি বাঁচিতে চাও, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে অগ্রে বোট ছাড়িয়া দাও, আমার আদেশ অমান্য করিওনা; নতুবা এই তরবারিপ্রহারে তোমাদিগের মস্তক ছেদন করতঃ সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব"। এই কথা শুনিয়া তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

অবিলম্বে একখানি বোট স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। হুইটমোর সাহেব কোমল ভাবে তাঁহার পত্নীর হস্তধারণপূর্ব্বক ডেকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন আর বিবি হুইটমোর আপন শিশু সন্তান দুইটীকে বুকে করিয়া লইলেন। ক্ষণকালপরে কাপ্তেন সাহেব প্রশান্তভাবে কহিলেন "স্ত্রীলোক এবং শিশুগণ শীঘ্র আইস"। বিবি হুইটমোর তখন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরতিশয় স্নেহভরে স্পন্দিতদেহে পতিকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করতঃ নানা প্রকার আক্ষেপ করিয়া কহিলেন "ইহারা তোমাকেও এই বোটে যাইতে দিবেনা?" হুইটমোর সাহেব পত্নীকে এবং পুত্রদিগকে সস্নেহ চুম্বন করতঃ কহিলেন "না এই বোট স্ত্রীলোক এবং শিশুদিগের জন্য"। বিবি হুইটমোর তখন বোটের দিকে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিলেন "তাহা হইলে শিশুদিগকে লইয়া অগ্রে আমাকেই যাইতে হইবে দেখিতেছি"। ক্রমে ক্রমে অপরাপর স্ত্রীলোক আপন আপন পুত্রকন্যাসহ বোটে উঠিলেন। বোট তিমিরাবৃত অকূল সমুদ্রে ভাসিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে তিন দিবস পরে বোট এক অন্তরীপে উপস্থিত হইল। কিন্তু জাহাজ অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া অদর্শন প্রাপ্ত হইল এবং অবশিষ্ট আরোহীবর্গের সহিত হুইটমোর সাহেবের জীবন্ত সলিলসমাধি হইল। সে যাহা হউক হুইটমোর সাহেবের কথা প্রকৃত বলিয়া প্রত্যক্ষ রূপে প্রমাণিত হইল। আজ মানবের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি বিবি হুইটমোরের উপস্থাপিত প্রশ্নের প্রকৃত সমাধান করিয়া দিল।

———

শ্রীকমল কৃষ্ণ সাহা।

আমিলা।

উপকরণ।—রাঙা আলু আধ পোয়া, পাকা লালকুমড়া তিন ছটাক, আধকাচা-আধপাকা যাহাকে ডাঁশাল বলে এমনি কাঁটালি বা চাঁপা কলা তিনটী, পাকা পেঁপে আধ পোয়া, নারিকেল দুটি, জল তিন পোয়া, বড় এলাচ দুটি, দারচিনি সিকি তোলা বা এক গিরা, ছোটএলাচ দুতিনটী, লঙ্গ চারিটি, চিনি তিন ছটাক, পেয়ারা এক পোয়া, মাখন আধ ছটাক।

প্রণালী।—রাঙাআলুর খোসা একেবারে ছাড়াইয়া ঠিক বরফির গড়নে চৌকোণা করিয়া কাট। প্রত্যেক টুকরাটি প্রায় সিকি ইঞ্চি করিয়া পুরু হইবে। এইগুলি জলে ফেল তাহা না হইলে কাল হইয়া যাইবে। লাল কুমড়ার খোলা ছাড়াইয়া টুকরা টুকরা (পাশার আকারে) কাট। কলার খোলা ছাড়াইয়া বড় ডুমা ডুমা করিয়া বানাও তাহা না হইলে সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যাইবে। পেয়ারার খোসা ছাড়াইয়া ছয় ফালি করিয়া চিরিয়া তাহার ভিতরের বিচিগুলি বাহির করিয়া ফেল। পেঁপে ডুমা করিয়া কাট। এইরূপে সব তরকারীগুলি বানাইয়া রাখ।

নারিকেল দুটি আধ খানা করিয়া ভাঙ্গিয়া কুরুনি দিয়া কুরিয়া লও। কোরা নারিকেলে এক পোয়া গরম জল মিশাইয়া একটি মলমল কাপড়ে তাহা ছাঁকিয়া নারিকেলের দুধ বাহির করিয়া ফেল।

একটি কলাইকরা হাঁড়িতে আধসের জল চড়াও; তাহাতে বানান তরকারীগুলি সব ছাড়িয়া দাও। মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে সিদ্ধ হইয়া গেলে নামাইয়া জল ঝরাইয়া তরকারীগুলি একটী পাত্রে ঢালিয়া রাখ। হাঁড়িটি ধুইয়া মুছিয়া উনানে চড়াইয়া দাও। তাহাতে আধ ছটাক খুব ভাল মাখন অথবা মাখম-মারা ঘি ঢালিয়া দাও। দারচিনি, বড়এলাচের দানা, ছোট এলাচের দানা, এবং লঙ্গ ছাড়। গরম মশলার সুগন্ধ বাহির হইলে সিদ্ধ তরকারীগুলি ছাড় এবং সেই সঙ্গে নারিকেলের দুধ এবং চিনি ঢালিয়া দাও।

তরকারীগুলি কাঠের হাতা দিয়া নাড়িয়া আধ-খাঁটা করিয়া দিবে তাহা হইলে ইহার আস্বাদ আরো ভাল হইবে। নারিকেলের দুধ ঢালিবার পরে মিনিট দশ ফুটিলে তবে ইহা নামাইবে। ইহাতে আর গোলাপ জল দিবার আবশ্যক নাই। আপনা হতেই ইহার বেশ গন্ধ বাহির হয়।

ভোজনবিধি।—ক্ষীরের বা পরমান্নের পরিবর্ত্তে ইহা দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যয়।—রাঙা আলু দুই পয়সা, লাল কুমড়া এক পয়সা, কলা এক পয়সা, পেঁপে তিন পয়সা, নারিকেল পাঁচ পয়সা, গরম মশলা এক পয়সা, চিনি তিন পয়সা, পেয়ারা এক পয়সা, মাখন চার পয়সা। গড়ে আনা পাঁচের ভিতরে হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী।

হিন্দুস্থানী বেশনী রুটি।

উপকরণ।—বেশন এক পোয়া, ময়দা দেড় পোয়া, পেঁয়াজ আধ পোয়া, কাঁচা লঙ্কা দশটা, নুন প্রায় এক তোলা, জোয়ান সিকি তোলা, জীরা সিকি তোলা, জল একছটাক, ঘি আধ পোয়া।

প্রণালী।—পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কা মিহি করিয়া কিমা (অর্থাৎ খুব কুচি কুচি) করিয়া রাখ। এক পোয়া বেশন ও এক পোয়া ময়দা একত্রে মিশাইয়া তাহাতে জোয়ান, জীরা ও এক ছটাক ঘিয়ের ময়ান মিলাও। এবারে জল দিয়া মাখ। তারপরে নুন, পেঁয়াজ ও কাঁচা লঙ্কাগুলি ইহাতে মিশাইয়া খুব ঠেস। এই ঠেসা ময়দা মোলায়েম হইবে অথচ শক্ত থাকিবে তবে রুটী ভাল হইবে।

একটি পাত্রে ময়দার 'খুসকি' (গুঁড়া যাহা লইয়া বেলিতে হয়) রাখ। ঠেসা ময়দা থেকে ছয়টী গুট কাট। প্রত্যেক গুটিতে খুসকি মাখাইয়া দুই হাতে করিয়া রুটী গড়। রুটি হাতে করিয়া গড়িবার কালে একটু নিপুণতা চাই। প্রথমে লেচি হাতে লইয়া দুই হাতে চাপিয়া ও ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাহার চারি

ধারের কিনারা পাতলা করিয়া ফেল। তারপরে ক্রমেই মধ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইয়া ঐ প্রকারে চাপিয়া ও ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া যাও দেখিবে রুটী ক্রমেই বড় এবং পাতলা হইয়া আসিতেছে। এক একখানি রুটি প্রায় দেড় বিঘত পরিমান বড় হইবে। অবশ্য যে এত পাতলা করিতে না পারিবে সে অপেক্ষাকৃত একটু ছোট রকমের গড়িতে পারে।

এইবারে তাওয়াটা কাঠের কয়লার উনানে চড়াইয়া দাও। তাওয়া গরম হইয়া উঠিলে তাওয়ার উপরটা একটা কাপড় দিয়া মুছিয়া তাহাতে একটী একটী করিয়া রুটী রাখিয়া সেঁকিতে থাক। একটি পরিস্কার কাপড়ের টুকরা দিয়া ধরিয়া রুটটাকে ঘসড়াইয়া ঘসড়াইয়া ঘুরাইয়া দিবে। যখন দেখিবে এক পিঠ অল্প লাল হইয়া আসিতেছে তখন উল্টাইয়া দিবে। অপর পিঠেও কাপড় দিয়া ধরিয়া পূর্ব্বের মত ঘসড়াইয়া ঘসড়াইয়া ঘুরাইয়া দিবে। তারপরে আর দুএক বার রুটিটা এপিঠ ওপিঠ করিয়া উল্টাইবে। নামাইয়া একটি থালিতে রাখিবে। এক কাঁচ্চা করিয়া ঘি রুটির দুপিঠে মাখাইবে। কিন্তু ইহার পরে যে রুটিটা সেঁকা হইবে সে খানায় দুপিঠে আর ঘি মাখাইতে হইবে না। কারণ সে রুটিখানা সেঁকা হইয়া গেলে এই রুটির উপরে রাখিতে হইবে। প্রথম রুটি ছাড়া অন্য পঁচখানি রুটীরই উপর দিকটায় কেবল একটু ঘি মাখাইয়া দিবে। এই প্রকারে ছয়খানি রুটি উপরি উপরি করিয়া রাখিবে। এক ছটাক ঘিয়ে সব রুটি কয়খানি মাখিতে হইবে। এই মাখিবার ঘি আর গরম করিবার আবশ্যক নাই কাঁচাই মাখাইতে হইবে। যাহার ইচ্ছা মাখনও মাখাইতে পার।

ভোজনবিধি।—ইহা পছন্দ কাবাব, হট্‌কারী প্রভৃতির সহিত খাইতে ভাল লাগিবে। এই রুটী শুধু খাইতে হইলে ইহার সহিত 'আমের লঞ্জি' ও 'তেলে ঘি মাচা' দিয়া খাইতে ভাল লাগে।

ব্যয়।—বেশন দুই পয়সা, ময়দা তিন পয়সা, পেঁয়াজ এক পয়সা, কাঁচালঙ্কা এক পয়সা, ঘি দুই আনা, মশলা এক পয়সা, সর্ব্বশুদ্ধ আনা চারের ভিতরে হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী।

তেলে বি মর্চা।

উপকরণ।—বড় পাটনাই কাঁচা লঙ্কা বারটা, জীরা এক ছটাক, সৈন্ধব নুন আধ ছটাক, নেবু একটা, সরিষাতেল এক ছটাক।

প্রণালী।—লঙ্কার লম্বাদিকে চিরিয়া তাহার ভিতরে, জীরা আর গুঁড়া সৈন্ধব নুন মিশাইয়া পুর ভর।

এইবারে সরিষাতেল চড়াইয়া দাও। তেলের বেশ ধোঁয়া বাহির হইলে লঙ্কাগুলি ছাড়। অল্প লাল হইয়া ভাজা হইলে লঙ্কাগুলি একটি পাত্রে নামাইয়া রাখ এবং তাহার উপরে অল্প নেবুর রস দাও। বেশ টক্ টক্ ঝাল ঝাল লাগিবে।

ইহাই বেশনী রুটির সহিত খাইতে ভাল লাগে।

ব্যয়।—কাঁচা লঙ্কা দুই পয়সা, জীরা এক ছটাক তিন পয়সা, সৈন্ধবনুন এক পয়সা, সরিষাতেল ও নেবু দুই পয়সা।

শ্রীপ্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী।

গ্রেভিকাটলেট।

উপকরণ।—পাঁটার বা মটনের কিমা মাংস দেড় পোয়া, পেঁয়াজ আধ পোয়া, আদা এক তোলা, বাগানের মশলা (পাস্লি, সেলেরি ও পুদিনা) বার চোদ্দ ডাল (অভাবে না দিলেও হয়), বিলাতি বেগুন বারটা, তেঁতুল দুছড়া, নুন প্রায় এক তোলা, ময়দা এক কাঁচ্চা, গোলমরিচ গুঁড়া সিকি তোলা, গরম মশলার (ছোটএলাচ একটি, লঙ্গ তিন চারিটি, দারচিনি সিকি তোলা) গুঁড়া দুয়ানি ভর, দুই পয়সার পাঁউরুটি (আধপোয়া), খাস্তা বিস্কুট এক পোয়া, হাড় দুই

পয়সার (আধপোয়া), ঘি আধ পোয়া, শুক্না লঙ্কাগুঁড়া এক তোলা, কাঁচা লঙ্কা তিন চারটা।

প্রণালী।—পেঁয়াজের অর্দ্ধেক গুলি লম্বাদিকে কুচি কুচি কর। অর্দ্ধেক গুলি কিমা অর্থাৎ খুব কুচি কুচি করিয়া রাখ। আদার অর্দ্ধেকটা চাকা করিয়া কাটিয়া রাখ, অর্দ্ধেকটা কিমা কর। বাগানে মসলার চার পাঁচ ডাল কিমা কর, আর অবশিষ্টগুলি আস্ত রাখ। বিলাতি বেগুন (tomato) অর্দ্ধেক করিয়া কাটিয়া রাখ (বিলাতি বেগুন না হইলেও চলে)। তেঁতুল টুকু ভিজাইতে দাও। পাঁউরুটির উপরের ছিলকা (পোড়া লাল্‌চে খোলা) ছাড়াইয়া ফেলিয়া দুতিন স্লাইস করিয়া কাটিয়া রাখ। বিস্কুটগুলি গুঁড়া করিয়া রাখ।

মাংস যদি ঘরে আনিয়া কিমা করিতে চাও, তাহা হইলে আধসের রাঙের মাংস কিনিবে। সমুদয় মাংসটা হাড় হইতে চাঁচিয়া বাহির করিতে হইবে। হাড়গুলি থেঁত করিয়া আলাদা রাখিয়া দাও। মাংসের যে রগ (সুতার ন্যায় শাদা শাদা মাংসের মধ্যে যাহা থাকে তাহাকে 'রগ' বলে) ও চামড়া আছে বাহির করিয়া চপার (Chopper) দিয়া থুড়িতে থাক। এই আধসের মাংস হইতে হাড় বাদে দেড় পোয়া কিমা মাংস হইবে। হাড় সমেত মাংস আনিলে হাড় আলাদা আর কিনিতে হইবে না। এই হাড়েই সুপের কাজ চলিবে। কিন্তু বাজার হইতে কিমা মাংস কিনিয়া আনিলে সুপের জন্য দুই পয়সার হাড় আলাদা কিনিতে হইবে।

একটি হাঁড়িতে তিন পোয়া জল দিয়া তাহাতে লম্বাদিকে কুচি-করা পেঁয়াজের অর্দ্ধেকগুলি, চাকা-কাটা আদা, আস্ত বাগানে মশলা, দুখানি তেজ-পাতা, এবং থেঁত-করা হাড়গুলি ছাড়িয়া দাও। হাঁড়ি উনানে চড়াইয়া দাও। প্রায় তিন কোয়ার্টার সিদ্ধ হইলে-পর যখন দেখিবে হাঁড়িতে আধসেরটাক জল আছে তখন নামাইয়া রাখিবে। এই সুরুয়া (সুপ) হইতে অল্প সুপ লইয়া ছিলকা-ছাড়ান রুটী ভিজাইতে দাও।

এইবারে আগে কাটলেটগুলি প্রস্তুত করিতে হইবে। মাংস ভালরূপে মিহি করিয়া কিমা করিয়া (অর্থাৎ খুব থুড়িয়া কুচি কুচি করিয়া) লইবে। ইহাতে কিমা আদা, কিমা পেঁয়াজ, কিমা বাগানে-মশলা, আধ তোলা নুন, গরম মশলার গুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া দুয়ানি ভর,

শুক্না লঙ্কা সিকি তোলা, একটি ডিম ও স্থপে-ভিজান রুটি সব একত্রে চটকাইয়া মাখ, যাহাতে বেশ মোলায়েম হইয়া যায়। এখন এই মাংস দশ ভাগ কর। প্রত্যেক ভাগ হাতে লইয়া চাপিয়া চাপিয়া দুইপিঠে বিস্কুটের গুঁড়া মাখ, বেশ শক্ত হইয়া যাইবে। আধ বিঘৎ লম্বা, চেরাগি বা দীপশিখার ন্যায় (কাটলেটের সচরাচর যেমন গড়ন হইয়া থাকে) কাটলেটগুলি গড়ন কর। ইচ্ছামত অন্যরূপ গড়নও করিতে পার। সব কাটলেট হইয়া গেলে ফ্রাইপ্যানে ঘি চড়াও। ঘিয়ের ধোঁয়া উঠিলে পর দুতিন খানি করিয়া কাটলেট ছাড়। দুপিঠ বেশ তামাটে রং করিয়া ভাজা হইলে পর একটি পাত্রে সাজাইয়া রাখ। সব কাটলেট ভাজা হইলে পর যে ঘি অবশিষ্ট থাকিবে সেই ঘিয়ে আবার গ্রেভি প্রস্তুত করিতে হইবে। গ্রেভি প্রস্তুত করিবার নিয়ম নিম্নে বলা যাইতেছে।

ফ্রাইপেনের * ঘিয়েতে যে পোড়া বিস্কুট গুঁড়া আছে তাহা যতটা পার খুন্তি দিয়া উঠাইয়া ফেল। আর যে টুকু বাকী থাকিয়া যাইবে রাখিয়া দাও, তাহাতেই গ্রেভির রং লাল হইবে। এই ঘিয়েতেই লম্বাদিকে-কুচিকরা পেঁয়াজের অবশিষ্ট অর্দ্ধেকগুলি ছাড়িয়া লাল করিয়া ভাজ। চার পাঁচ মিনিট পরে পেঁয়াজ লাল করিয়া ভাজা হইলে পূর্ব্বে যে সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা সবটুকু ইহাতে ঢালিয়া দাও। প্রায় মিনিট পাঁচ ফুটিলে পর ভিজান তেঁতুলটুকু গুলিয়া দাও। বিলাতী বেগুন, আধ তোলা নুন, কাঁচা লঙ্কাগুলি (চিরিয়া চিরিয়া) দাও। আরো সাত আট মিনিট ফুটিলে পরে নামাইবে। এবারে সুপটা একটি মলমলের কাপড়ে ঢালিয়া চামচে করিয়া ঘাঁটিয়া তারপরে ইহাতে আর আধ পোয়া টাক জল দিয়া আবার ঘাঁটিয়া ছাঁক। হাঁড়িতে এই ছাঁকা সুরুয়া ঢালিয়া উনানে চড়াও। ময়দাটুকু আধ পোয়া জলে গুলিয়া ইহাতে ঢালিয়া দাও। দুতিন বার ফুটিয়া গাঢ় হইয়া আসিলে দুয়ানি ভর গোলমরিচগুঁড়া ছড়াইয়া নামাইয়া ফেল। পাত্রে সাজান কাটলেটের উপরে এই গ্রেভি ঢালিয়া দাও।

---

* কাটলেট প্রভৃতি ভাজিবার পাত্র। ফ্রাইপ্যানের পরিবর্ত্তে আমাদের দেশী 'তৈ' ব্যবহার করিতে পার।

ইচ্ছা করিলে নামাবামাত্র আধ ছটাক আন্দাজ লঙ্কার 'সস্' ইহাতে ঢালিয়া দিতে পার, খাইতে বেশ লাগিবে। ইচ্ছামত কাটলেট একটি পাত্রে রাখিয়া গ্রেভি আলাদা পাত্রে রাখিয়া দিতে পার। খাইবার সময়ে এককালে দুইটা ডিম ধরিতে হইবে। লুচি রুটির সঙ্গেও গ্রেভিকাটলেট বেশ খাওয়া যাইতে পারে।

ব্যয়।—আস্ত মাংস হইলেও তিন আনা কিমা মাংস হইলেও তিন আনা; কিমা মাংস কিনিলে কেবল হাড় দুই পয়সা বেশী লাগিবে। পেঁয়াজ আদা এক পয়সা, বাগানে মশলা আধ পয়সা, বিলাতী বেগুন চার পয়সা, পাঁউরুটী দুই পয়সা, ডিম দুই পয়সা, বিস্কুট দুই পয়সা, অন্যান্য মশলা দুই পয়সা, ঘি দুই আনা। গড়ে নয় আনার মধ্যে হইয়া যাইবে।

শ্রীপ্রজ্ঞা সুন্দরী দেবী।

অতীতের স্বপ্ন।

১

মনে পড়ে মোর সেই পুরতন ঘর
সেই উপবন তরুলতা
সেই রে নয়ন কোমলতা—
কেমন আছিল সে গো বাল্য সহচর,
তখন আরেকরূপ ছিল চরাচর।

২

সেদিন গিয়াছে মিশে নীরব অতীতে,
মনে পড়ে তার সেই মুখ
তার সেই কথা সুখ দুখ,
এখনো শোভিছে তাহা মানস মহীতে
এখনো জাগিছে তাহা মানসে মোহিতে।

৩

গতধরা পড়ে ধরা স্মৃতির আলোয়,
দেখা যায় নানা চিত্র তার
অনুরাগ হর্ষ হাহাকার,
অর্দ্ধাবৃত, বিস্মৃতির ছায়ায় কালোয় ;
সে দিন কাটিয়া গেছে মন্দে ভালোয়।

৪

এখন স্বপনসম অতীতের ছবি,
সেই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা—
কিন্তু সে সব কোথায় হারা ;
দে'খে শুনে হ'য়ে পড়ি অতীতের কবি—
মৃত কালের অমৃত প্রাণে অনুভবি।

১৩০২ শাল,

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্যামা পূজা।

সাধ হয় উড়ে বেড়াই আকাশে,
চড়িয়া ফানসে,
কত ভাব উঠে কত অবকাশে,
মধুর মানসে।

২

কত প্রেম গান কতই আনন্দ,
কত গ্রহ তারা,
সবে চলে তাঁর লইয়া সনন্দ,
দিবানিশি সারা।

৩

নব নব কত রশ্মি কিরণ,
দেখা দেয় পথে,
আলোকের ফুলে হাসি বিকীরণ,
দেব-অবসথে।

৪

নিশীথে নীলিমা আঁধার কালিমা,
জ্বলে কত তারা;
অমাবস্যা ঘোর আঁধারে কালিমা,—
নিরাকারা তারা।

৫

উঠিছে হাউই ফোঁসিয়া আকাশে
নাদে ভীম ব্যোমা,
অগ্নিলীলা তব মহিমা প্রকাশে,
নিরাকারা ওমা।

৬

কার্ত্তিকে এ ধরায় ক'রে তুমি দাও
প্রকৃতিরে শ্যামা
তাই বুঝি দেবি! এবে পূজা পাও,
নাম ধরি শ্যামা।

৭

এতই উল্লাস আজিকে গো তাই,
কত আলো-খেলা,
অনল-বাজীতে শূন্য ফেলে ছাই',
আজি অগ্নিমেলা।

১৩০৫ শাল,

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুষ্পাহার।

(গান)

সাধের কাননে মোর
বিচিত্র বরণে আজ
ফুলগুলি ফুটিয়াছে—
মধুর অনন্ত সাজ—
সমীর সৌরভে ভোরা।
যতনেতে সেই ফুলে
গাঁথিয়াছি নব হার
তোমার গলায় ছাড়া
কাহারে পরাব আর ?

শ্রীঃ—

কালীসঙ্গীত।

(নীলমণি ঘোষের গান)

রাগিণী গান্ধার—তাল একতালা।

কালি কালি বলে মন সঘন রে
রসন রসাল করনা।
ভাবরে ভবভাবিনী ভয় কারে ভুলনা ভুলনা।
ভজ ভবানী রাখরে বাণি
যা করে তোরে শিব শিবানী
কারে আর কত্তা মানরে অভয়া বিনে।
পদ দুখানি হৃদয়ে আনি
মানসে ধর জুড়াবে প্রাণি
বারে বারে মত্ততা ঘোরে আর পোড়োনা॥

তালি। ২ ঃ স্ত। ৩ । ০ স্থা । ১ ॥
মাত্রা। ৪ । ২ । ২ । ৪ ॥

২
স্থাঃ—পা পা। পা পা পা মা। পা প্সা৩।
স্থাঃ—কা লি। কা লি ব লে। ম —।

২
+ সা নিঁ। নিঁ ধাঁ। ধাঁ পা পা পা। পা পমা পা
— স। ব —। — — রে র। স — —

ধাঁ । + ধাঁ পা । গা২ । গ্মা সা সা সা । সা
— । —ন্ র । মা । —ল্ ক র না । ভা

মা২ গা২ মা২ গা২ মা । পা পা। পা পা। পা পা
ব — রে — ভ। ব ভা। বি নী। ভ য়

পা পা । প্ধাঁ ধাঁ ধঁনিঁ ধাঁ । ধাঁ পা (স্থা—পু)
কা রে । ভু ল না ভু । ল না (স্থা—পু

পা পা । পা পা পা মা । (স্ত):—"ধাঁ"
কা লি । কা লি ব লে । (স্ত):— ভ

২......................................
বা "প্ধাঁ" ধাঁ ধাঁ ধাঁ। ধঁসা সা। সা সা। সা সা
ভ জ ভ বা। — নি। রা খ। রে বা

....
সা সা । স্রেঁ+রেঁ রেঁ "র্সা" বা রে২ সা২
— নি । যা — কে রে রে —

.... ২.............. ২...
সা সা । সা২ নী২ সা । সা নিঁ ধাঁ ধাঁ । ধঁগাঁ২
তো রে । শি — ব । শি বা — নী । কা

রেঁ রেঁ । সা২ । স্রেঁ২ । স্রে স্রেঁ স্রেঁ সা । সা২
রে আ । -র্ । ক । ভী মা ন রে । অ

২
নি২ সা নিঁ নিঁ২ ধাঁ২ । নিঁ ধাঁ (স্থা—পু):—পা পা।
— ভ য়া বি — । — নে) স্থা—পু):—কা লি।

পা পা পা মা । পাঃ
কা লি ব লে ।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

গীতা কৌমুদী—শ্রীযুক্ত রাধেশ চন্দ্র শেঠ বি, এল প্রণীত। রাধেশ বাবু গীতা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ বেশ সরল ও যথাযথ হইয়াছে। রাধেশ বাবু মিত্রাক্ষর ছন্দে গীতার অনুবাদ করিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন, কারণ বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ অপেক্ষা মিত্রাক্ষর যেন শুনিতে বেশী মিষ্ট লাগে। স্থানে স্থানে যোগ্য সংক্ষিপ্ত টিপ্পনীও সংযোজিত হইয়াছে। টিপ্পনীর একস্থলে দেখিলাম অনুবাদক জপযজ্ঞের অর্থ বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন "জপযজ্ঞ গায়ত্রীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিশেষ"। এ ব্যাখ্যায় জপযজ্ঞের অর্থ ঠিক বুঝা গেলনা। আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি গায়ত্রীজপের নামই জপযজ্ঞ, জপকর্ম্ম বা জপের নামই জপযজ্ঞ। জপযজ্ঞ শব্দের রাধেশ বাবু কৃত অর্থ "গায়ত্রীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিশেষ" আমাদিগের বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, অন্তত স্পষ্ট বোধগম্য নহে। জপযজ্ঞের বিষয় কূর্ম্মপুরাণে যাহা লিখিত আছে তাহা আমাদিগেরই কথার পরিপোষক—

সহস্র পরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাবরাম্।
গায়ত্রীং বৈ জপন্নিত্যং জপযজ্ঞঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

(কূর্ম্মপুরাণ)

শুশ্রূষা—শ্যামাচরণ দে প্রণীত। শুশ্রূষা এই নামটী বড়ই সময়োপযোগী। আজ কাল সকলেরই মনে একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে এত পড়িয়া শুনিয়াও ভারতবাসীরা বিশেষতঃ বঙ্গবাসীরা দিন দিন এত দুর্ব্বলশরীর, ক্ষীণ ও অল্পায়ু হইতেছে কেন। ইহার উত্তরে কেহ বলেন প্রাচীন শাস্ত্রাচার লঙ্ঘনই ইহার কারণ, কেহ বলেন স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতিরই ইহা ফল ইত্যাদি কিন্তু আমাদিগের মনে হয় ইহার প্রধান ও প্রকৃত কারণ শুশ্রূষার অভাব। শুশ্রূষার অভাবেই এযুগে বঙ্গবাসীরা জ্ঞানোন্নত হইয়াও এই দুর্ব্বলতর ও ক্ষীণতর জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। শুশ্রূষা যে কি বস্তু তাহা প্রকৃতির প্রতি চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। ঈশ্বর যেমন বহিঃপ্রকৃতিতে ফলমূল ও শস্যাদি নানা সামগ্রীর দ্বারা শুশ্রূষার ভাব নিহিত করিয়াছেন সেইরূপ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও স্নেহ মায়া দয়া প্রভৃতি নানা সদ্বৃত্তির দ্বারা শুশ্রূষার প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। যে গৃহে যে জাতিতে এই শুশ্রূষার অভাব পরিলক্ষিত হয় সে গৃহ সেই জাতি শীঘ্র নির্জীব হইয়া পড়ে। ধৃতরাষ্ট্রের শুশ্রূষার অভাবে পিতৃহীন পাণ্ডুপুত্রেরা যে কি নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন তাহা কে না অবগত আছেন। পাণ্ডবেরা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেন যদিনা কৃষ্ণের শুশ্রূষা পাইতেন। এই একটী পরিবারের পাপের ভারে ভারক্রান্ত হইয়া সমস্ত ভারত সেই অবধি নির্জীব হইয়া পড়িল। শুশ্রূষার অবহেলা করা অতীবপাপ। ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি মহাত্মাগণ বিদেশী হইলেও শুশ্রূষার কারণে আমাদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। গৃহে বাহিরে যেদিকে দিয়াই দেখনা কেন শুশ্রূষার অভাবই যে আমাদিগের দৌর্ব্বল্যের কারণ তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। গৃহে শুশ্রূষার অভাব আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী। হয়ত ধর্ম্মমতের অথবা কোনরূপ মতের ভিন্নতার জন্য অভিভাবকের বিষদৃষ্টিতে নিপতিত বংশের আশাস্থল অল্পবয়স্ক যুবকদিগের কতনা নির্যাতন সহ্য করিতে হইতেছে। অথবা অভিভাবকের বিলাসাদি মত্ততার কারণে পরিবার উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। এইরূপে দেখা যায় অনেকস্থলে অভিভাবকদিগের দোষেই অপরিপকমতি ভবিষ্যতের আশারস্থল বালক বালিকাগণ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি শুশ্রূষারূপিণী লক্ষ্মীই বঙ্গের গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছেন

বলিয়া আমাদিগের এই দুর্দশা। সে কালের ছেলেপিলের জন্য কত যত্ন কত স্নেহ কত ব্যবস্থা, দিদিমারা কত উপায়ে পরিবারের ছেলে পিলেকে শুশ্রূষা করিতেন। বঙ্গের প্রতি গৃহে লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখিতে পাইবে, গুরুজন বা অভিভাবকদিগের শুশ্রূষার অভাবে পুত্র পৌত্রগণ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে অথবা জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। যাঁহার টাকা আছে তিনি হয়ত নামের জন্য বাহিরে দান করিতেছেন কিন্তু আত্মীয় স্বজন দুঃখে কালাতিপাত করিলেও কর্ণপাত করিতেছেন না। এই সকল কারণেই দেশের লোকে পুষ্ট হইতে পারিতেছেনা। শুশ্রূষাতে পুষ্টিসাধন হয়। শুশ্রূষার অভাবেই দেহ মন ক্ষীণ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সে কালের বৃদ্ধেরা একালের যুবকদিগের অপেক্ষা সুগঠিত দেহ কেন? তাহার কারণ সেকালে তাঁহারা রীতিমত শুশ্রূষা পাইয়াছিলেন। সেকালের শস্যাদি এখনকার মত এতটা মহার্ঘ হয় নাই, ভূমি এত দুর্মূল্য ছিলনা, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতির কল্যাণে ভূমি অনেকে নিষ্কর ভোগ করিতেন। একালের ইস্কুল অপেক্ষা সে কালের গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চায় বালকেরা অনেকপরিমাণে যে শুশ্রূষায় বর্দ্ধিত হইত তাহার আর সন্দেহ নাই। সেকালের শুশ্রূষার ভাবটী সামান্য মেয়েলি ছড়াতে পর্য্যন্তও বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। এই শুশ্রূষার অভাবের কালে শুশ্রূষা বিষয়ক একটী পুস্তক দেখিলে সাতিশয় আনন্দিত না হইয়া থাকা যায় না। যে উদ্দেশে ইহা রচিত হইয়াছে আমাদের বিবেচনায় তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে। গৃহস্থের পরিবারে বালক বালিকাগণের শারীরিক ব্যাধি ও অসুস্থতা প্রভৃতি উপসর্গ অল্পবিস্তর কোন না কোন কারণে হইয়া থাকে। এই সকলের লক্ষণ ও তাহার দূরীকরণের উপায় এই পুস্তকে সহজভাবে ও বিশদরূপে লিখিত আছে। এই পুস্তকটী চিকিৎসকদিগেরও যেমন আবশ্যকীয় সেইরূপ গৃহস্থেরও অত্যাবশ্যকীয়। শুশ্রূষার ন্যায় পুস্তক গৃহপঞ্জিকার ন্যায় প্রতি গৃহস্থের রাখা কর্ত্তব্য। এককালে লোকশুশ্রূষার জন্য চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সকল ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের দ্বারা যে আজও কিরূপ লোকশুশ্রূষা হইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। স্বাস্থ্য ও শুশ্রূষাবিষয়ক নিয়মপ্রণালী ও আচারে বাঙ্গালীর অপেক্ষা পশ্চিমীরা অধিক অভিজ্ঞ তাই বাঙ্গালীর অপেক্ষা সাধারণত তাহাদিগের শরীর

অধিক মজবুৎ। বঙ্গসাহিত্যে শুশ্রূষাবিষয়ক গ্রন্থ রচনার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। আমাদিগের আলোচ্য 'শুশ্রূষা' গ্রন্থখানিতে এই খণ্ডে কেবল সাধারণ তত্ত্ব মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য খণ্ড গ্রন্থকার প্রকাশ করিবার আশা দিয়াছেন। শুশ্রূষার সমস্ত খণ্ড সমাপ্ত হইলে শুশ্রূষার পথ যে সুপরিষ্কৃত হইবে তাহা এই খণ্ডের দ্বারাই বেশ বুঝা যাইতেছে। ইহার পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বর্দ্ধন (ডাক্তর কাঞ্জিলাল প্রণীত) প্রভৃতি দু একটী গ্রন্থ মাত্র বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য মাসিক পত্রখানিও এই শুশ্রূষার জন্যই বঙ্গসাহিত্যে কিছু দিন হইতে দেখা দিয়াছে। স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থে কি আয়ুর্ব্বেদ কি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র সকল হইতেই সার সঙ্কলন কর্ত্তব্য। এই সকল গ্রন্থাদি সেই প্রণালীতেই লিখিত হইতেছে দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। দেশীয়শাস্ত্রের আচার প্রথা বরঞ্চ এদেশের স্বাস্থ্যের অধিক উপযোগী তাহা আমরা অভিজ্ঞতায় অনেকটা বুঝিয়াছি। দেশীয় আচার প্রথাকে বিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার উপকারিতা লোককে বুঝাইয়া দিতে হইবে তবে লোকে তাহা সম্মত হইবে। যে স্থলে স্বাস্থ্য ও শুশ্রূষার জ্ঞানাভাবে বঙ্গীয় যুবকদিগের স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা, এই সকল গ্রন্থ ও পত্রাদির দ্বারা তাহার অনেকটা অভাব মোচন হইবে আশা করা যায়।

মুকুলমালা—ইহা একটী ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। লেখক 'নিবেদন' এ লিখিতেছেন "বালকদিগের উদ্দেশ্যে কয়েকটী মুকুল দ্বারা মালা গ্রথিত হইল। ইহা শিল্পনৈপুণ্যবিহীন মালাকারের প্রথম গ্রথিত। এ মালাকার পারিপাট্যের জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করে নাই"। যে পুস্তক বালকদিগের হস্তে পড়িবে সে পুস্তক ইহা অপেক্ষা অনেক শিল্পনৈপুণ্য ও অনেক সংযম আবশ্যক। আমাদিগের মতে বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক রচনায় হস্তক্ষেপ বড়ই কঠিন বিষয়। সিদ্ধহস্ত না হইলে তাহাতে হস্তক্ষেপ অনুচিত। এই পুস্তকের "কারে করি পূজা" শীর্ষক শেষ কবিতাটী উল্লেখ যোগ্য।

মহাশোক—জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠভ্রাতার বিয়োগে শোকবিহ্বলচিত্তে এই পুস্তক খানি লিখিয়াছেন। মহাশোকের স্থানে স্থানে ঔদাস্যে মাধুর্য্য ফুটিয়াছে। প্রথম উৎসর্গপত্রটী প্রাণস্পর্শী।

———

পুণ্য।

বর্ব্বর-গাথা।

মানব প্রকৃতির ক্রম-বিকাশ পর্য্যালোচনা করা ভূবিজ্ঞান পর্য্যালোচনা অপেক্ষা কঠিনতর। মানব প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্তে প্রধান সাক্ষী বর্ব্বর জাতি। ভূস্তর কোটি কোটি বৎসর একই ভাবে অবস্থিত। ঝড় বৃষ্টি তাহাকে স্পর্শ করেনা, অন্তস্তাপ ও বহিস্তাপে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না, আগ্নেয় গিরির আলোড়নে সে স্থান ভ্রষ্ট ও বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি কচিত পরিবর্ত্তিত হয়। পক্ষান্তরে অন্য জাতির সংসর্গ ও তাড়নায় বর্ব্বর প্রকৃতি নিত্য পরিবর্ত্তিত। পঞ্চাশ বৎসরে আচার ব্যবহারে যুগান্তর উপস্থিত হয়—নিভৃত গিরিমধ্যগত দুর্ভেদ্য কাননপরিরক্ষিত বর্ব্বর আততায়ী শ্রীবৃদ্ধিমান সভ্য জাতির দুরাক্রম্য নহে। এক এক রাজার পরিবর্ত্তনে কত পরিবর্ত্তন! ভাষা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। একজন পরিব্রাজক যাহাদিগকে সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় দেখিয়া আসিয়াছেন, অন্যে যাইয়া তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী ও ব্যভিচারী দেখিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে হাণ্টার সাহেব দেখিয়াছিলেন সাঁওতালেরা জাতিভেদ মানেনা, সকল জাতির অন্ন গ্রহণ করে, মুসলমানেরও অন্ন খায় কিন্তু ব্রাহ্মণের অন্ন স্পর্শ করেনা। ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ ঘৃণার কারণ নির্ণয় করিতে কত যত্ন, কত চেষ্টা ব্যয় হইয়াছে। আর আমি যাইয়া সাঁওতালের মধ্যে বাস করিয়া দেখিলাম ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণে সাঁওতালের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

মানুষ আপনার ন্যায় সকলকে দেখে। আপন তুলাদণ্ডে সকলকে পরীক্ষা করে। সভ্য মনুষ্য কয়েক দিন বা কয়েক মাস বা কয়েক বৎসর অসভ্য দিগের মধ্যে বাস করিয়াও তাহাদের সকল কথা বুঝেনা সকল ভাব আয়ত্ত করিতে পারেনা। বিশেষতঃ সভ্য জাতিকে অসভ্য চিরদিন আপন শত্রু বলিয়া জানিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর দেখিবে, অনার্য্য ভারতের প্রথম অধিবাসী। তাহারা যে পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল আর্য্যেরা তাহারই অনুসরণ করেন। অনার্য্য ভারতে আসিয়া নদীমাতৃক বনভূমে বাস করে—বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে—স্থাপত্য ও কর্ম্মকার ব্যবসায়ে অসাধারণ উন্নতি করে—বোধ হয় অনার্য্যেই লিখন প্রথার সৃষ্টি করে। আর্য্যেরা তাহাদের পুচ্ছানুসরণে ভারতে আসিয়া তাহাদিগকে দস্যু উপাধি ভূষিত করিয়া উর্ব্বর নদীমাতৃক দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অনুর্ব্বর উপলময় পর্ব্বত কন্দরে ব্যাঘ্রদ্বীপীসমাকুল বনভূমে তাহাদিগকে নিহিত করিল। চিরদিন গৌরাঙ্গ কৃষ্ণত্বচের বৈরী। এমন শত্রুর কাছে কে কবে মন খুলিয়া কথা কহিবে আশা করিতে পারে? সুতরাং ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় পরিব্রাজক বিদেশী সম্পূর্ণরূপে বর্ব্বরের আচার ব্যবহার ও ভাবভঙ্গীর পরিমাণ করিতে সক্ষম নহেন।

অসভ্যকে বুঝিতে হইলে তোমাকে অসভ্য হইতে হইবে। তাহাদের মত একজন, তাহাদের একজন হইতে হইবে। সাঁওতালদের আচার ব্যবহার শিক্ষা করিতে আমি সাঁওতালদের সঙ্গে বাস করিয়াছি, তাহাদের অন্ন খাইয়াছি, তাহাদের সঙ্গে নাচিয়াছি খেলিয়াছি, ধনুর্ব্বাণ হস্তে বনে বনে শীকার করিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। যখন সাঁওতাল গ্রামে যাইতাম, আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিয়া আমাকে ঘেরিয়া বসিত। তাহাদের সঙ্গে তাহাদের ভাষায় কথা কহিতাম, তাহাদের রোগে শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনা দিতাম, তাহাদের রঙ্গযুদ্ধ দেখিতাম, যুদ্ধে বিজেতাকে পুরস্কার দিতাম, নীল প্রান্তরে তৃণাসনে উপবেশন করিয়া নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্রের কিরণে উদ্ভাসিত বিমল প্রান্তরে মাদলের তালে তালে সোনারারী দেখিতাম। এত করিয়াও যে তাহাদের সকল কথা বুঝিয়াছি বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। সে এক নূতন রাজ্য, মানব প্রকৃতির ক্রম-বিকাশে শিশু ও বর্ব্বর সমতুল্য। শিশুর কল্পনারাজ্যে কয়জন পিতা প্রবেশ করিতে পারেন।

টেবিলের নীচে ঘরের কোণে বসিয়া ছেঁড়া জুতাখানা শিশু কোমল করে প্রহার করিতেছে তুমি দেখিলে—দেখিলে মাত্র। তাহার ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিবার কি তোমার অধিকার আছে? কি যাদুমন্ত্রে সে জুতাখানাকে খোকা তৈয়ার করিয়াছে, কি যাদুমন্ত্রে খালি হাতে দুধের বাটী বানাইয়াছে, শিশু কেন দুষ্টামি করিয়া তাহার হাতে দুধ খাইতেছেনা বুঝিবার—তোমার সাধ্য আছে? আবার যদি সাধ্য থাকে, যদি তুমি তীব্র দৃষ্টিতে তাহার লীলা বুঝিবার জন্য তাহার লীলার অনুসরণ করিতেছ শিশু একবার বুঝিতে পারে, সূত্রাভঙ্গের ন্যায় তাহার কল্পনার কোমলতা মুহূর্ত্তে ছিন্ন ভিন্ন হইবে—হয় সে ক্রীড়া তখনি বন্ধ করিবে না হয় তোমাকে প্রতারণা করিবার জন্য সম্পূর্ণ নূতন একটী অভিনয় আরম্ভ করিবে—তাহার মর্ম্মগাথা সে তোমাকে বুঝিতে দিবেইনা। শিশু না হইলে শিশুর লীলা বুঝা যায় না। সে স্বপ্নের খেলা, কোন কোন ইন্দ্রিয় জাগিয়াছে, অপরে এখনও সম্পূর্ণ জাগে নাই, মস্তিষ্ক নিদ্রা সুষুপ্ত, জাগরিত লোকের সাধ্য নাই নিদ্রিতের স্বপ্নের অনুসরণ করে। অসভ্য নিদ্রায় স্বপ্নপীড়িত। সে যাহা বুঝে তুমি তাহা বুঝনা, তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তাহার দুরধিগম্য, তাহার কল্পনার কোমলতা ও বিশালতা তোমার নিকট প্রহেলিকা, তাই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সভ্যলোকে কখনও অসভ্যের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ নহে।

তথাপি শিশু যেমন মানুষের পিতা, অসভ্য তেমনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। গর্ভস্থ ভ্রূণ পরীক্ষা করিয়া যেমন দারবিন মনুষ্যোৎপত্তির স্তর পরম্পরা নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বর্ব্বর প্রকৃতির ক্রম বিকাশ লক্ষ্য করিয়া সমাজতত্ত্ববিৎগণ মনুষ্যের শারীরিক মানসিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রম বিকাশ কিয়ৎ পরিমাণে নির্ণয় করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারকগণ যুগ যুগ বর্ব্বর দিগের মধ্যে বাস করিয়াছেন, সহৃদয় শাসনকর্ত্তাগণ শত শত বৎসর তাহাদের শাসন করিয়াছেন, দীর্ঘকাল তাহাদের মধ্যে তাহাদের মত বাস করিয়া কত মহোদয় ও মহোদয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত ও উন্নত করিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট অসভ্য প্রকৃতির পরিচয় কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করা গিয়াছে।

আমরা যেমন করিয়া বসি ও দাঁড়াই বা শুই, যেমন করিয়া কাপড় পরি, যেমন হাঁড়িতে রাঁধি, যেমন করিয়া খাই, যেমন ঘরে শুই, ইহা এমন হইল কেন?

হাড়ি সরা টুপী জুতা ঘর বাড়ীর একটা ইতিহাস আছে একথা অনেকে মনে করেন না। ইহাদের কেহ এমনি বরাবর ছিলনা। ক্রম বিকাশ সকলেরই হইয়াছে। সে ক্রম বিকাশ নির্ণয়ে অন্য জাতির আচার ব্যবহার বিশেষতঃ আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতির আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা নিতান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালার বর্ব্বর জাতি আমাদের প্রতিবাসী ও ক্রম বিকাশের ইতিবৃত্তে আমাদের অব্যবহিত পূর্ব্ব-বর্ত্তী। আদান প্রদান প্রতিবেশীর মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ। আমাদের নিকট ইহারা শিখিয়াছে, ইহাদের নিকটেও আমরা সামান্য শিক্ষালাভ করি নাই। ইহারা যেখানে জঙ্গল কাটিয়া ব্যাঘ্র ভল্লুক দূরীকৃত করিয়া থাকিবার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে, ইহাদিগকে সেখান হইতে দূরীভূত করিয়া আমরা বাস করিয়াছি। আমাদের হাঁড়ীকুঁড়ী ঘর করণা আমরা বর্ব্বরের নিকট পাইয়াছি।

ইতিবৃত্ত ছাড়িয়া মনোবিজ্ঞান পর্য্যালোচনার পক্ষে বর্ব্বরদের বিশেষতঃ বাঙ্গালার বর্ব্বর জাতির মানস প্রকৃতি আমাদের অবশ্য অধ্যেতব্য। এতদ্ভিন্ন স্থান ও কালে কিরূপে প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়, সামাজিক বন্ধন শিথিল বা দৃঢ় হয়, প্রেত পূজা হইতে কিরূপে দেবপূজার অভ্যুদয় হয়, এ সকল কথার আলোচনা অত্যাবশ্যক, বর্ব্বর জাতির আচার ব্যবহার অনুসন্ধান না করিলে এ সকল তথ্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে। একটী উদাহরণ দেই। সভ্য সমাজে বহুপতিত্ব ও বহুপত্নিকতা উভয়ই ঘৃণিত। এক পতিত্ব ও এক পত্নিত্ব সভ্য-সমাজের আদর্শ। কিন্তু সমাজের অবস্থা এক সময় এমন ছিল যখন সমাজের স্থায়িত্ব ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ইহারা অসামান্য সহায়তা করিয়াছে। ইহারা না থাকিলে সমাজের অস্তিত্ব থাকিতনা। যাহাদিগকে সমাজ অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে এখন দেখিয়া থাকেন, সেই শ্রেণীকেই বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবিৎ মর্টলে সমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া the guardian angels of society নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সামাজিক আচার ব্যবহার কিছুই স্বতঃসিদ্ধ ও চিরসত্য নহে। বিবেকও ক্রমবিকাশশীল। একদেশে যাহা ধর্ম্ম অন্য দেশে তাহা অধর্ম্ম। পুরী হইতে স্থলপথে কলিকাতা আসিয়া দেখিয়াছি নদীর একপারের আচার ব্যবহারের সহিত অন্য পারের আচার ব্যবহার মিলেনা। নদীর এ পারে যাহা সত্য ওপারে তাহা অসত্য, এপারে যাহা পাপ ওপারে তাহা পুণ্য। স্থানেও যেমন প্রভেদ কালেও তেমনি ভিন্নতা হয়। এখনও আমরা স্ত্রীর ভগ্নীকে

আপন ভগ্নীর মত সম্মান করিতে শিখি নাই, বরং তাহার সহিত অশ্লীল রহস্য করিতে কুণ্ঠিত হইনা—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রীর সহিত এইরূপ রহস্য চলিত, এখন তাহা কমিয়াছে, তাহার পূর্ব্বে মাতুলানীর সহিত অশ্লীল আলাপ করিতে লোকে লজ্জা অনুভব করিতনা। এখন মামী মায়ের তুল্য সম্মাননীয়া হইয়াছেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা মৎস্য ভোজন অধর্ম্ম মনে করেন না, কিন্তু কনোজের ব্রাহ্মণেরা মৎস্যভোজী ব্রাহ্মণকে পতিত বলিয়া গণনা করেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নিজে অক্ষম হইলে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা অন্য পুরুষ দ্বারা আপন স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া লওয়া পুণ্য কর্ম্ম মনে করিতেন, অতিথি সেবার কন্যা বা স্ত্রীকে উৎসর্গ করা অন্যায় বিবেচনা করিতেন না, অশ্বমেধ যজ্ঞে ভদ্রমহিলা যে ঘৃণিত ব্যবহার করিতেন এখন শুনিলে হৃৎকম্প হয়, অথচ সমাজিক ও শাস্ত্রকার তাহাই পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বিবেকের এই স্থিতিস্থাপকতা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছিলেন 'যস্মিন দেশে যদাচারং পারম্পর্য্যং বিধীয়তে' এবং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপদেশ দিয়াছিলেন যে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহ'।

বর্ব্বর জাতির আচার ব্যবহার পাঠ করিতে কোথায় বিস্ময় কোথায়ও ঘৃণার উদয় হইবে। কখনও সরলতা কখনও কুটিলতা, কখনও প্রাকৃততা কখনও অপ্রাকৃততার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। কোনটীই হাসিবার বা অবহেলা করিবার বিষয় নহে। সকল কথাই ভাবিতে হইবে। সকল কার্য্যের কারণ আছে—এটী এমন হইল কেন—ভাবিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, বুঝিবার জন্য অনুসন্ধান করিতে হইবে। 'গাই পুষে কিন্তু দুধ খায়না' শুনিলে পাগল বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু হাসিওনা, উড়াইয়া দিওনা, ভাব কোথা হইতে এই অদ্ভুত প্রথার সৃষ্টি হইল।

লক্ষান্তরে ভাবুন। এয়ারী সাহেব গ্রহনক্ষত্রের আলোচনায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত করিলেন, সার জন লবক ত্রিশবৎসর পিপীলিকা ও ভ্রমরের আচার ব্যবহার আলোচনা করিতেছেন, হুকার বৃক্ষলতার আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করিলেন। বৃক্ষলতা পিপীলিকা বা পতঙ্গ গ্রহ বা নক্ষত্র অপেক্ষা মনুষ্য প্রকৃতির আলোচনা কি অধিক আনন্দজনক নহে? ইহারা আমাদেরই মত রক্ত মাংসে ভাবভক্তি লইয়া জন্মিয়াছে, আমাদেরই মত আকার প্রকার, অথচ এক হইয়াও

এক নহে—এ রহস্যের আলোচনায় অবিরল আনন্দ ধারা—যেমন আনন্দদায়ক তেমনি শিক্ষাপ্রদ, আপন প্রকৃতি বুঝিতে হইলে অন্যের প্রকৃতি চর্চ্চা করিতে হয়। শিশু প্রকৃতি যুবা প্রকৃতি ও বৃদ্ধ প্রকৃতি এক নহে। এক হইয়া ভিন্ন, যেন পথিকের উননের আগুন, শেষে মুদির দোকানে লাগিল, ক্রমে গ্রামটী ভস্মীভূত করিল—এক হইয়াও তিনটী তিন প্রকৃতির। তুমি নিজে এই সকল প্রকৃতি অভিনয় করিয়াছ। তবুও ইহাদের আলোচনা মনোজ্ঞ। আর বর্ব্বর প্রকৃতি; ইহাতে সম্পূর্ণ নূতন রাজ্য। আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া কলম্বসের যে আনন্দ হয় নাই, মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়া নিউটনের যে আনন্দ হয় নাই বর্ব্বর প্রকৃতির আলোচনা করিয়া মানব প্রকৃতির একটী তথ্য আবিষ্কার করিতে পরিলে তাহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ হয়। সক্রেটীস কহিয়াছিলেন মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য মানব প্রকৃতি The best study of man is man। সে আজ দুই সহস্র বৎসরের কথা। কথাটী এখনও সত্য এখনও সরস। বর্ব্বর প্রকৃতির আলোচনায় পাঠক নিরাবিল আনন্দ উপভোগ করিবেন নিঃসন্দেহ নির্দ্দেশ করিতে পারি।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

শোরিমিয়া।

ভারত-সঙ্গীতে একি প্রমোদ-লহরী
গিয়াছ তুলিয়া তুমি ভারতের শোরী—
মোহি' তাহা মানবের মনপ্রাণ হরি'—
নৃত্য করে নটী যেন রঙ্গিনী কিশোরী।
পুলকরঞ্জিত তার মধুর নর্ত্তন
অলি সম গুঞ্জরিয়া করে আবর্ত্তন,
তোলে রে প্রাণের মাঝে অথির আবেশ
কত গন্ধ কত রূপ কত তাহে রেশ,

ঝঙ্কার তুলিয়া কত মানে অভিমানে
পুষ্পবৃষ্টি করে যেন তালে তালে তানে।
বাহিরে কি অন্তরালে জাগাইয়া রঙ্গ
প্রাণে আনে কি নূতন কল্লোল-তরঙ্গ,
দোলে তাহে অতীতের মাধুরী অমিয়া—
সঙ্গীতের স্মৃতিময়ী নাম 'শোরিনিয়া'।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রেখাক্ষর বর্ণমালা।

***

বর্গবিভাগ

পাইয়াছি আট বর্গ কথাটি সমঝ'।
ক খ গ ঘ কবর্গ, চবর্গ চ ছ জ ঝ॥
নবর্গ সানুনাসিক ন ণ ম ঙ চারি।
উঁয়া নামে জন্মি মরে ঙকার বেচারি॥
উঁআ উঁআ উঁআ করি কেন ও'রে বধ'!
ট ঠ ড ঢ টবর্গ, তবর্গ ত থ দ ধ॥
প ফ ব ভ পবর্গ সবাই তাহা জানে।
র ল য হ চারি বর্ণ রবর্গ এখানে॥
ঋয়ে অয়ে র হয়, ল হয় ঌয়ে অয়ে।
ইয়ে অয়ে অন্তস্থ য মিলিয়া উভয়ে॥
স্বরেশ্বর আদি-স্বর অকার—জানি তা।
ঋ ঌ ই সতিনী তিন তাহারি বনিতা॥

লেখা আছে ভারতের উনবিংশ পর্ব্বে—
র ল য জনমিয়াছে ঋ ৯ ই'র গর্ভে॥
স্বরেশ্বর-তনয় র ল য তিন ভাই,
নিবসে হলের ঘরে এ বড় বালাই॥
কে বলে হ্ হলবর্ণ! স্বর সে গভীর।
অকার গলা'র স্বর, হকার নাভি'র॥
র ল য হ্ চারিবর্ণ বর্ণচোরা আম।
আধা স্বর, আধা হল, উপস্বর নাম॥
র ল য হ্ রবর্গ, সবর্গ স য শ ক্ষ।
দন্ত্য স্ পালের গোদা, করা চাই লক্ষ্য॥
ফোঁস-ফাঁস করে; তাই ফণিশ্বাস নামে
বিখ্যাত স-ষ-শ গুলা রেখাক্ষর ধামে॥
স-ষ-শ শাপের শ্বাস বুঝিনু, পরন্তু
বুঝিতে নারিনু আমি ক্ষিও টা কি জন্তু॥
পশ্চিম-মুলুকে পুন, ছিঃও হয়, ক্ষিও।
তার সাক্ষী লচ্ছমন রামের দ্বিতীয়॥
ক্ষিও ও সাপের হাঁচি বেদে' তাহা চেনে।
স য শ'র দলে ও'রে লওয়া হো'ক্ টেনে'॥

বর্গ-পরিচয়।

পুরাতন পাঁচ বর্গ

(১) কবর্গ=কণ্ঠ্যবর্গ=ক খ গ ঘ।

(২) চবর্গ=তালব্যবর্গ=চ ছ জ ঝ।

(৩) টবর্গ = মূর্দ্ধন্যবর্গ = ট ঠ ড ঢ।

(৪) তবর্গ = দন্ত্যবর্গ = ত থ দ ধ।

(৫) পবর্গ = ওষ্ঠ্যবর্গ = প ফ ব ভ।

পুরাতন পাঁচ বর্গ নিতান্ত সেকেলে।
অবশিষ্ট তিন বর্গ একালের ছেলে॥

নূতন তিন বর্গ।

(৬) নবর্গ = সানুনাসিকবর্গ = ন ণ ম ঙ।

(৭) রবর্গ = উপস্বরবর্গ = র ল য হ।

(৮) সবর্গ = ফণিশ্বাসবর্গ = স ষ শ ক্ষ।

হসন্তানলে বর্গ-পরীক্ষা।

পুরাণো ক চ ট ত প বর্গ এই পাঁচ।
একরত্তি নাহি সহে হসন্তের আঁচ॥
ক্ চ্ ৎ গুলা বেরো'য় না মুখে।
লোকে বলে "ইক্ ইচ্ ইৎ" সেই দুখে॥
ধক্কক্ দপ্ প্ প্ বোবার স্বপন! হায় হায়!
চক্ষে জল্ জল্ করে, বক্ষে আট্কায়॥
নূতন ন র স বর্গ কিছুতে না টলে।
পালে পাল হসন্ত টানিয়া ল'য়ে চলে॥
বিশ্বাস না যদি হয় চেয়ে দেখ নিচে।
দেখিলেই টের পাবে বিনা শিরকিচে॥

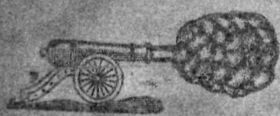
নবর্গ



ব ন্ ন্ ন



গুণ্‌ণ্‌ণ্‌



বমমম্



ঢঙ্‌ঙ্‌ঙ্‌

রবগ'



ফরর্র্



কল্‌ল্‌ল্‌



জ ম্ ম্ ম্ অমুক জীকি।



আ হ্ হ্ হ্ (Ahhh!)
প্রাণ জুড়োলো।

সবর্গ



ঈ স্ স্ স্
ঈ ষ্ ষ্ ষ্
ঈ শ্ শ্ শ্

} বড্ড কেটে গিয়েছে!

বত্রিশ সিংহাসন এবং
তার চারি পায়া।

বোচকা বাঁধিয়া পিঠে ইঞা গেল বাড়ি।
অন্তস্থ ব পলাইল বর্ণমালা ছাড়ি॥
(এ দুটা আছিল মোর দু চক্ষের বিষ!)
চৌত্রিশের দুই গেল রহিল বত্রিশ॥
আসিয়াছে আমার বত্রিশ সিংহাসন।
বত্রিশ অক্ষর যার বত্রিশ বাহন॥
চারি খানি পায়া তার পুতুলের হাট।
এক এক পায়ায় পুতুল আট আট॥

প্রথম পায়া।

কচ বর্গ = কবর্গ + চবর্গ = ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ

দ্বিতীয় পায়া।

তপ বর্গ = তবর্গ + পবর্গ = ত থ দ ধ প ফ ব ভ

তৃতীয় পায়া।

নট বর্গ = নবর্গ + টবর্গ = ন ণ ম ঙ ট ঠ ড ঢ

চতুর্থ পায়া।

রস বর্গ = রবর্গ + সবর্গ = র ল য হ স ষ শ ক্ষ

নর-নারী।

কএর কর্কশ কণ্ঠ, কবর্গ কঠোর।
চএর চাহনি চারু, চঞ্চল চকোর॥

অতএব

ক, চ পতি-পত্নী
খ, ছ তথৈবচ
গ, জ তথৈবচ
ঘ, ঝ তথৈবচ

তএর তনুর তেজে দিনকর ম্লান।
পএর পদ পল্লবে পড়ি রহে প্রাণ॥

অতএব

ত, প পতি-পত্নী
থ, ফ তথৈবচ
দ, ব তথৈবচ
ধ, ভ তথৈবচ

ঙবর্গ নটবরের নব নব ঢঙ।
টবর্গেরি টানা আঁখি টুকটুকে রঙ॥

অতএব

ন, ট পতি-পত্নী
ণ, ঠ তথৈবচ
ম, ড তথৈবচ
ঙ, ঢ তথৈবচ

র্‌এর রসিকতায় উচিত না রাগা।
স্‌এর সিন্দুর বিন্দু সোনায় সোহাগা॥

অতএব

র, স পতি-পত্নী
ল, ষ তথৈবচ
য, শ তথৈবচ
হ, ক্ষ তথৈবচ

কচ, নট, তপ, রস, বত্রিশের পায়া।
ক, ত, ন, র, পতি আর চ, প, ট, স জায়া॥

বড়, মেজো, সেজো, ছোটো।

কর্ত্তা গিন্নি চারি চারি।
বসিয়াছে সারি সারি॥

ছবি তোকে কবি-পোটো।

বড়, মেজো, সেজো, ছোটো॥

কচবর্গের	কচ	খছ	গজ	ঘঝ
তপবর্গের	তপ	থফ	দব	ধভ
নটবর্গের	নট	ণট	মড	ঙঢ
রসবর্গের	রস	লস	যশ	হক্ষ

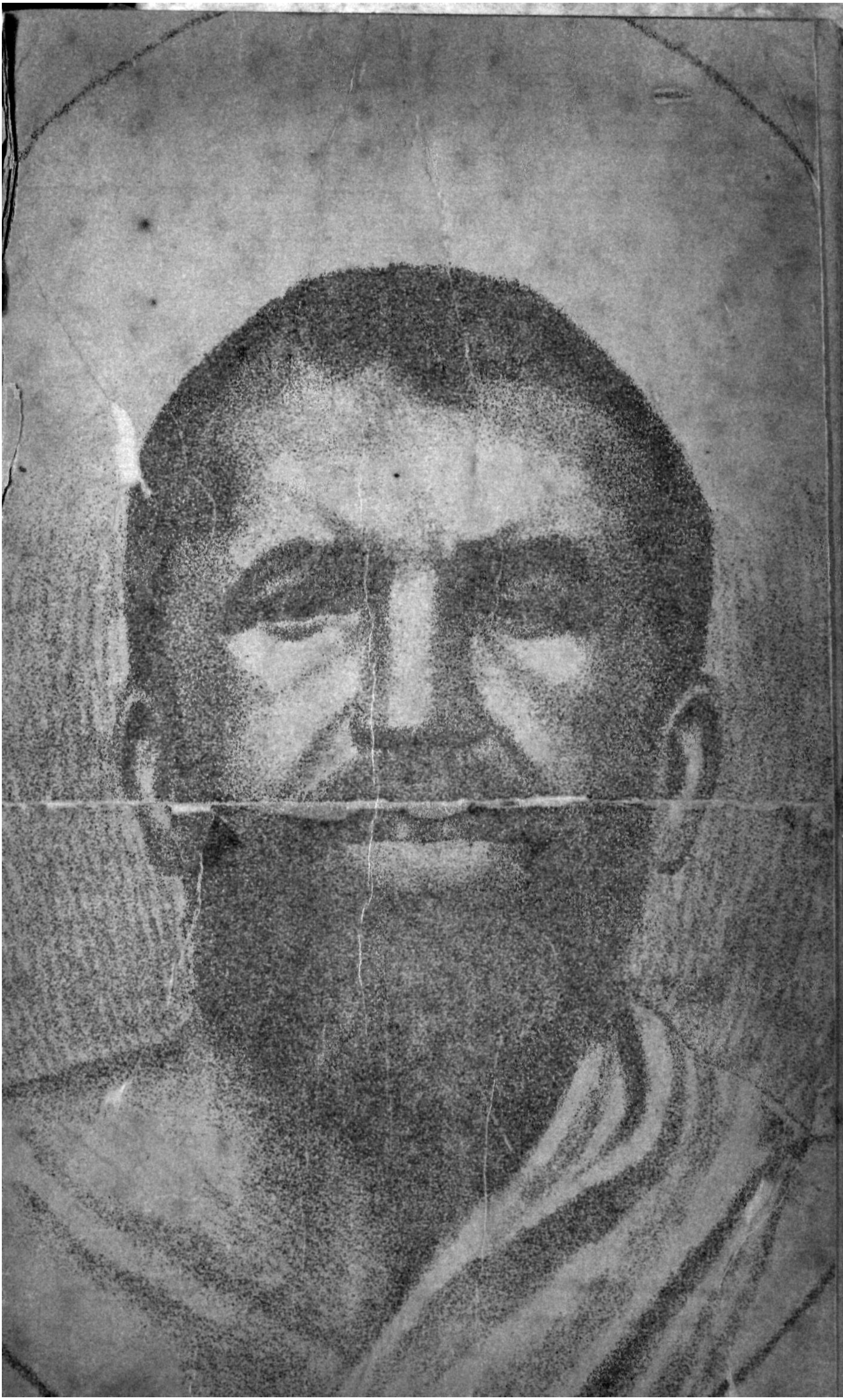
(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

[শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণের সহিত পণ্ডিত শশধরের কথোপকথন ও যোগ ও ভক্তি সম্বন্ধে পরমহংসদেবের উপদেশ]

আজ রথযাত্রা। পঞ্চদশবর্ষ অতীত হইল। সকালে শ্রীশ্রীপরমহংসদেব কলিকাতায় ঈশানের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন। ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশানের ভদ্রাসন-বাটী। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, পণ্ডিত শশধর অনতিদূরে কলেজ ষ্ট্রীটে চাটুর্য্যেদের বাড়ী রহিয়াছেন। পণ্ডিতকে দেখিবার তাঁহার ভারি ইচ্ছা। বৈকালে পণ্ডিতের বাড়ী যাইবেন, স্থির হইল।

প্রায় বেলা চারিটার সময় পরমহংসদেব গাড়ীতে উঠিলেন। তিনি অতি কোমলাঙ্গ। অতি সন্তর্পনে দেহ রক্ষা হইত। তাই পথে চলিতে কষ্ট হয়—অল্পদূরও প্রায় গাড়ী না হ'লে যাইতে পারেন না। গাড়ীতে উঠিয়াই ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। বর্ষাকাল; আকাশে মেঘ; পথে কাদা। ভক্তেরা গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে যাইতেছেন তাঁহারা পথে দেখিলেন, রথযাত্রা উপলক্ষে ছেলেরা তালপাতার ভেঁপু বাজাইতেছে।



গাড়ী বাটীর সম্মুখে উপনীত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন।

উপরে যাইবার সিঁড়ি। তৎপরে বৈঠকখানা। উপরে উঠিয়াই প্রভু দেখিলেন যে, শশধর তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। পণ্ডিতকে দেখিয়া বোধ হইল যে তিনি যৌবন অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর বলিলে বলা যায়। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। অতি বিনীত ভাব। শশধর ভগবান্ রামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া বসাইলেন। ভক্তগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সকলেই উৎসুক যে তাঁহার নিকটে বসেন ও তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করেন।

নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, রাম ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা উপস্থিত ছিলেন। হাজরাও পরমহংসদেবের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী হইতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিতকে দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎক্ষণপরে সেই অবস্থায় হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, বেশ! বেশ!। পরে পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'আচ্ছা তুমি কি রকম লেক্‌চার দাও?'

শশধর। মহাশয়, আমি শাস্ত্রের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি।

(কলিতে ভক্তিযোগ—কর্ম্মযোগ নহে)

শ্রীরামকৃষ্ণ। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মের কথা আছে তার সময় কৈ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাচন চলেনা। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগী এদিকে হয়ে যায়। আজকাল ফিবার মিক্‌শ্চার।

(কলিযুগ ও বর্ণাশ্রমাচার)

"কর্ম্ম করতে যদি বল তো নেজামুড়ো বাদ দিয়ে বল্‌বে। আমি লোকদের বলি, তোমাদের 'আপোধন্যন্তা' ওসব অত বল্‌তে হবেনা। তোমাদের গায়ত্রী জপ্‌লেই হবে। কর্ম্মের কথা যদি একান্ত বল, তবে ঈশানের মত কর্ম্মী দুই এক জনকে বল্‌তে পার।

(বিষয়ী লোক ও লেক্‌চার)

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাজার লেক্‌চার দাও, বিষয়ী লোকদের কিছু করতে পারবে না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তো দেওয়ালের কিছু হবে না। তরোয়ালের চোট মারলে কুমীরের কি হবে?

"সাধুর কমণ্ডলু (তুম্ব) চার ধাম করে আসে, কিন্তু যেমন তেতো তেমনি তেতো। তাই বলি, তোমার লেক্‌চারে বিষয়ী লোকদের বড় কিছু হচ্ছে না।

"তবে, তুমি ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পারবে। বাছুর একবারে দাঁড়াতে পারে না। মাঝে মঝে পড়ে যায়, আবার দাঁড়ায়। তবে তো দাঁড়াতে ও চল্‌তে শিখে।

(নবানুরাগ ও বিচার)

"তুমি ভক্তদের ও বিষয়ী লোকদের চিন্তে পার না। তা সে তোমার দোষ নয়। প্রথম ঝড় উঠ্‌লে কোন্‌টা আম, কোন্‌টা তেঁতুল গাছ, বোঝা যায় না।

(কর্ম্মত্যাগ ও ঈশ্বরলাভ)

"এ কথা সত্য, ঈশ্বরলাভ না হ'লে কেউ একেবারে কর্ম্মত্যাগ করতে পারে না। সন্ধ্যাদি কর্ম্ম কত দিন? যত দিনলা ঈশ্বরের ধ্যানে অশ্রু আর পুলক হয়। একবার 'ওঁ রাম' বল্‌তে যদি চক্ষে জল আসে, তা' হ'লে নিশ্চয় জেনো যে তোমার কর্ম্ম শেষ হয়েছে। আর সন্ধ্যাদি কর্ম্ম করতে হবে না।

"ফল হলেই ফুল পড়ে যায়। ভক্তি—ফল ; কর্ম্ম—ফুল।

"গৃহস্থের বউ, পেটে ছেলে হ'লে, বেশী কর্ম্ম করিতে পারে না। শাশুড়ী দিন দিন তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। দশমাসে পড়্‌লে শাশুড়ী প্রায় কর্ম্ম করিতে দেয় না। ছেলে হ'লে ঐটীকে নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া করে, আর কর্ম্ম করিতে হয় না।

(যোগ ও সমাধি)

"সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী প্রণবে লয় হয়। প্রণব সমাধিতে লয় হয়।'

"যেমন ঘণ্টার শব্দ টং।" যোগী নাদভেদ করে পরব্রহ্মে লয় হন।

সমাধি মধ্যে সন্ধ্যাদি কর্ম্মের লয় হয়। এই রকমে জ্ঞানীদের কর্ম্মত্যাগ হয়।

(পরমহংসদেবের সমাধি)

সমাধির কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ভাবান্তর হইল। তাঁহার মুখচন্দ্র হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি বহির্গত হইতে লাগিল আর বাহ্য জ্ঞান নাই। মুখে একটী কথা নাই। নেত্র স্থির। নিশ্চয়ই জগন্মাতাকে দর্শন করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পর প্রকৃতিস্থ হইয়া বালকের ন্যায় বলিলেন, আমি জল খাব।

সমাধির পর যখন জল খাইতে চাহিতেন, তখন ভক্তেরা এক প্রকার জানিতে পারিতেন যে, এবার ইনি ক্রমশঃ বাহ্যজ্ঞান লাভ করিবেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভাবে বলিতে লাগিলেন, মা! সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখালি। তার পর আমি আবার বলেছিলাম, "মা! আমি আর একজন পণ্ডিতকে দেখবো, তাই তুই আমায় এখানে এনেছিস্।

(পাণ্ডিত্য ও সাধন)

শশধরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বাবা! আর একটু বল বাড়াও। আর কিছুদিন সাধন ভজন কর। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি? তবে তুমি লোকের ভালর জন্য এসব কচ্ছো।" (এই বলিয়া শশধরকে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিলেন)

(পাণ্ডিত্য ও বিবেক-বৈরাগ্য)

ঠাকুর আরও বলিতে লাগিলেন, "যখন প্রথমে লোকের মুখে তোমার কথা শুন্‌লাম, তখন আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম যে, এই পণ্ডিত কি শুধু পণ্ডিত না বিবেক-বৈরাগ্য আছে?"

"যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে ব্যক্তি পণ্ডিতই নয়।

(আদেশ ও আচার্য্য)

"যদি আদেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে লোক শিক্ষার দোষ নাই।

"আদেশ পেয়ে যদি কেহ লোকশিক্ষা দেয়, তাকে কেউ হারাতে পারে না।

"বাগ্বাদিনীর কাছ থেকে যদি একটী কিরণ আসে, তা' হ'লে এমন

শক্তি হয় যে বড় বড় পণ্ডিতগুলো কেঁচোর মত হয়ে যায়।

"প্রদীপ জাল্‌লে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে—ডাক্‌তে হয় না।"

তেমনি যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর লোক ডাক্‌তে হয় না। অমুক সময়ে লেক্‌চার হবে ব'লে, খপর পাঠাতে হয় না। তাঁর এমনি টান যে, লোক তাঁর কাছে আপনি আসে।

"তখন রাজা, বাবু, সকলে দলে দলে আসে। আর বল্‌তে থাকে "আপনি কি লইবেন?" আম, সন্দেশ, টাকা, কড়ি, শাল এই সব এনেছি আপনি কি লইবেন?" আমি সে সকল লোক্‌কে বলি, "দুর কর—আমার ওসব ভাল লাগেনা, আমি কিছু চাইনা।"

"চুম্বুক পাথর কি লোহাকে বলে তুমি আমার কাছে এস? বল্‌তে হয় না—লোহা আপনি চুম্বুক পাথরের টানে ছুটে আসে।

"এরূপ লোক পণ্ডিত নয় বটে। তা ব'লে মনে ক'র না যে তাঁর জ্ঞানের কিছু কম্‌তি হয়। বই পড়ে কি জ্ঞান হয়? যিনি আদেশ পেয়েছেন, তাঁর জ্ঞানের শেষ নাই। সে জ্ঞান ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে—ফুরোয় না।

"ওদেশে ধান মাপ্‌বার সময়, একজন মাপে, আর একজন রাশ্‌ ঠেলে দেয়; তেমনি যিনি আদেশ পান, তিনি যত লোক শিক্ষা দিতে থাকেন, মা আমার, পেছন থেকে জ্ঞানের রাশ্‌ ঠেলে ঠেলে দেন; সে জ্ঞান আর ফুরায় না।

"মার যদি একবার কটাক্ষ হয়, তা' হ'লে কি আর জ্ঞানের অভাব থাকে? তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, কোন আদেশ পেয়েছ কি না।

হাজরা। হাঁ অবশ্য আদেশ পেয়েছেন। কেমন মহাশয়?

পণ্ডিত। না আদেশ কিছু পাই নাই।

গৃহস্বামী। না, আদেশ পান নাই বটে, তবে কর্ত্তব্য বোধে লেক্‌চার দিচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যে আদেশ পায় নাই, তার লেক্‌চারে কি হবে?

একজন (ব্রাহ্ম) লেক্‌চার দিতে দিতে বলেছিল, "ভাইরে আমি কত মদ খেতুম, হেন কর্ত্তুম, তেন কর্ত্তুম। এই কথা শুনে, লোকগুলো বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লো, "শালা বলে কিরে, মদ খেত!" এই কথা বলাতে উল্টো

উৎপত্তি হ'ল। তাই ভাল লোক না হ'লে লেক্‌চারে কোন উপকার হয় না।

"বরিশালে বাড়ী একজন সদরওয়ালা আমায় বলেছিল, "মহাশয়, আপনি প্রচার করতে আরম্ভ করুন। তা যদি করেন, তা' হ'লে আমিও কোমর বাঁধি। আমি বল্‌লাম ওগো, একটা গল্প শোন। ওদেশে হাল্‌দার পুকুর ব'লে একটা পুকুর আছে। যত লোক তার পাড়ে বাহ্যে করতো। আর সকালবেলা যারা পুকুরে আস্‌তো, গালাগালে তাদের ভূত ছাড়িয়ে দিত ; কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হ'ত না। আবার তার পর দিন সকালে পাড়ে বাহ্যে করেছে, লোকে দেখ্‌তো। কিছু দিন পরে কোম্পানি থেকে যখন একজন চাপরাসী একটা হুকুম পুকুরের কাছে মেরে দিলে, তখন, কি আশ্চর্য্য, এক-বারে বাহ্যে করা বন্ধ হয়ে গেল!

"তাই বল্‌ছি হেঁজিপেঁজি লোকে লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাস থাক্‌লে তবে লোকে মানবে। ঈশ্বরের আদেশ না থাক্‌লে লোক-শিক্ষা হয় না। যে লোক-শিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই। কল্‌কেতায় অনেক হনুমানপুরী আছে,—তা'দের সঙ্গে তোমার লড়্‌তে হবে। এরা ত (যারা চারিদিকে সভায় বসে আছে) পাঠ্‌ঠা।

"চৈতন্যদেব নিজে অবতার। তিনি যা করে গেলেন, তারই কি রয়েছে বল দেখি? আর যে আদেশ পায় নাই তা'র লেক্‌চারে কি উপকার হবে, তার কি ফলই বা থাক্‌বে?"

(কিরূপে আদেশ পাওয়া যায়)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই বল্‌ছি ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও। এই কথা বলিয়া প্রভু প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গান গাইতে লাগিলেন।

(গান।)

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম-রত্নধন॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দিব্‌ দিব্‌ দিব্‌ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥

ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙ্গায় ডিঙ্গে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবির বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ। এসাগরে ডুব্‌লে মরে না—এ যে অমৃতের সাগর।

(নরেন্দ্র ও অমৃতের সাগর)

"আমি নরেন্দ্রকে বলেছিলুম—"ঈশ্বর রসের সমুদ্র; তুই এ সমুদ্রে ডুব্ দিবি কিনা বল। আচ্ছা মনে কর্ খুলিতে এক খুলি রস রয়েছে, আর তুই মাছি হয়েছিস্। তুই কোথা ব'সে রস খাবি বল্?" নরেন্দ্র বল্লে, "আমি খুলির আড়ায় ব'সে মুখ বাড়িয়ে খ'াব। কেননা বেশী দূরে গেলে ডুবে যাব যে!" তখন আমি বল্‌লাম, "বাবা এ যে সচ্চিদানন্দ সাগর—এতে মরণের ভয় নাই—এ সাগর অমৃতের সাগর। যারা অজ্ঞান তারাই বলে যে ভক্তি প্রেমের বাড়াবাড়ি করতে নাই ঈশ্বর-প্রেমের কি বাড়াবাড়ি আছে?

"তাই তোমায় বলি, "সচ্চিদানন্দ-সাগরে মগ্ন হও।

"ঈশ্বর লাভ হ'লে আর ভাবনা কি? তখন আদেশও হ'বে, লোক-শিক্ষাও হ'বে।"

(ঈশ্বরলাভের নানা পথ)

"দেখ অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ।

"যে কোন প্রকারে হউক, এ সাগরে পড়্‌তে পার্‌লেই হ'ল।

"মনে কর অমৃতের একটী কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হ'বে—তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড়, বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেবে একটু খাও, বা কেউ তোমায় ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃত আস্বাদন করলেই তুমি অমর হবে।"

(যোগ সম্বন্ধে পরহংসদেবের উপদেশ)

"অনন্ত পথ—তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হ'লে ঈশ্বরকে পাবে।

মোটামুটি যোগ তিন প্রকার;—"জ্ঞানযোগ," "কর্ম্মযোগ," আর "ভক্তিযোগ।

"১। জ্ঞানযোগ—জ্ঞানী ব্রহ্মকে জান্‌তে চায়। নেতিনেতি বিচার করে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে—সদসৎ বিচার করে। বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

"২। কর্ম্মযোগ—কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখার নাম কর্ম্মযোগ। তুমি যা শিখাচ্ছ।

"অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম, ধ্যানধারণাদি করা কর্ম্মযোগ। সংসারী লোকেরা যদি আসক্ত হয়ে, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে, তাঁ'তে ভক্তি রেখে সংসারের কর্ম্ম করে, সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ ক'রে পূজা জপ এই সব কর্ম্ম করার নামও কর্ম্ম যোগ।

"ঈশ্বর লাভই কর্ম্মযোগের উদ্দেশ্য।

"৩। ভক্তিযোগ—ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন এই সব ক'রে, তাঁতে মন রাখার নাম ভক্তিযোগ। কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম।"

(কেন কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কলিযুগের পক্ষে কঠিন পথ)

"কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। প্রথমতঃ আমি আগেই বলেছি, সময় কৈ? শাস্ত্রে যে সব কর্ম্ম কর্‌তে বলেছে, তার সময় কৈ?

"তারপর অনাসক্ত হয়ে, ফলকামনা না করে, কর্ম্ম করা ভারি কঠিন। ঈশ্বর লাভ না করলে ঠিক অনাসক্ত হওয়া যায় না। তুমি হয়তো জাননা, কিন্তু কোথা থেকে আসক্তি এসে পড়ে।

"আবার জ্ঞানযোগও এ যুগে ভারি কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আবার আয়ু কম। তারপর আবার দেহবুদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবুদ্ধি না গেলে একেবারে জ্ঞানই হবে না। জ্ঞানী বলে, 'আমি সেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই। আমি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ শোক, জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ এ সকলের পার।

"যদি রোগ শোক, সুখ দুঃখ, এসব বোধ থাকে, তা'হ'লে তুমি জ্ঞানী

কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে—অথচ বল্‌ছো, 'কৈ আমার হাত তো কাটে নাই! আমার কি হয়েছে?"

(ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম; জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ নহে)

"তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্ম্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়াও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন।

"ভক্তিযোগ যুগধর্ম্ম—তার এ মানে নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে; জ্ঞানী বা কর্ম্মী আর এক জায়গায় যাবে। মানে এই, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তি-পথ ধরে যান, তা' হ'লেও সেই জ্ঞানলাভ করবেন। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞানও দিতে পারেন।"

(ভক্তের কি ব্রহ্মজ্ঞান হয়?)

"ভক্ত ঈশ্বরের সাকার রূপ দেখ্‌তে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায়না। তবে ঈশ্বর ইচ্ছাময়, তাঁর যদি খুসী হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেন। ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন।

"কল্‌কাতায় যদি কেউ একবার এসে পড়্‌তে পারে, তা'হ'লে গড়ের মাঠ, সুসাইটী সবই দেখ্‌তে পায়।

"কথাটা এই এখন কল্‌কাতায় কেমন করে আসি।

"জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে আবার জ্ঞানও পাবে। জ্ঞানও পাবে, আবার ভক্তিও পাবে। ভাব সমাধিতে রূপদর্শন হয়; আবার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়—তখন অহং থাকে না, নামরূপ থাকে না।"

(ভক্ত ও কর্ম্ম; ভক্তের প্রার্থনা)

ভক্ত বলে, "মা সকাম কর্ম্মে আমার বড় ভয় হয়। সে কর্ম্মের কামনা আছে। সে কর্ম্ম করলেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করা বড় কঠিন! সকাম কর্ম্ম করতে গেলে, তোমায় ভুলে যা'ব। তবে,

এমন কর্ম্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন পর্য্যন্ত যেন কর্ম্ম কমে যায়। যেটুকু কর্ম্ম করতে হবে, সেটুকু যেন অনাসক্ত হয়ে করতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন খুব ভক্তি হয়। আর যতদিন না তোমায় লাভ করতে পারি, ততদিন যেন নূতন কর্ম্ম জড়াতে মন না যায়। তবে যখন তুমি আদেশ করবে, তখন তোমার কর্ম্ম করবো, নচেৎ নয়।”

(তীর্থযাত্রার প্রয়োজন)

পণ্ডিত। মহাশয়ের তীর্থে কতদূর যাওয়া হয়েছিল?

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কতক কতক জায়গা দেখেছি। হাজরা অনেক দূর গিছ্‌ল, আর খুব উঁচুতে উঠেছিল—হৃষীকেশ গিছ্‌ল। আমি অতদূরও যাই নাই, অত উঁচুতেও উঠি নাই।

“চিল শকুনিও অনেক উচ্চে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ে। ভাগাড় কি জান? কামিনী ও কাঞ্চন।

“যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করিতে পার, তা’ হ’লে তীর্থ যাবার কি দরকার? কাশী গিয়ে দেখ্‌লাম সেই গাছ! সেই তেঁতুলপাতা!

“তীর্থে গিয়ে যদি ভক্তিলাভ না হ’ল, তা’ হ’লে তীর্থ যাওয়ার আর ফল হ’ল না। আর ভক্তিই সার, আর একমাত্র প্রয়োজন। চিল শকুনি কি জান? অনেক লোক আছে, তারা লম্বা লম্বা কথা কয়। আর বলে যে, শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম করতে বলেছে, আমরা অনেক করেছি। এদিকে তাদের মন ভারি বিষয়াসক্ত—টাকা, কড়ি, মান, সম্ভ্রম, দেহের সুখ এসব নিয়ে ব্যস্ত।”

পণ্ডিত। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, তীর্থে যাওয়া যা আর কৌস্তভ মণি ফেলে অন্য হীরামাণিক খুঁজে বেড়ানও তা’!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আর তুমি এইটী জেনো, হাজার শিক্ষা দাও, সময় না হ’লে ফল হবে না।

ছেলে বিছানায় শোবার সময় মাকে বল্লে, ‘মা! আমার যখন হাগা পাবে, তখন তুমি আমায় উঠিও।’ মা উত্তরে বল্লেন, ‘বাবা হাগাতেই তোমাকে উঠাবে, এ জন্য তুমি কিছু ভেব না।’

"সেইরূপ ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ঠিক সময় হ'লেই হয়।"

(আচার্য্যের তিন শ্রেণী)

"তিনরকম বদ্যি আছে।"

"একরকম আছে তারা নাড়ী দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা করে চলে যায়। কেবল মাত্র রোগীকে ব'লে যায়, ঔষধ খেয়ো হে। এরা অধম থাকের বদ্যি।"

"সেইরূপ কতকগুলি আচার্য্য আছে। তারা উপদেশ দিয়ে যায়, কিন্তু তাদের উপদেশে লোকের ভাল হ'ল কি মন্দ হ'ল, তা' দেখে না। তা'র জন্য ভাবে না।

"কতকগুলি বদ্যি আছে তা'রা ঔষধ ব্যবস্থা ক'রে রোগীকে ঔষধ খেতে বলে। রোগী যদি খেতে না চায়, তা'কে অনেক ক'রে বুঝায়। এরা মধ্যম থাকের বদ্যি। সেইরূপ মধ্যম থাকের আচার্য্যও আছে। তারা উপদেশ দেয়, আবার অনেক করে লোকদের বুঝায়, যা'তে তা'রা উপদেশ অনুসারে চলে।

"আবার উত্তম থাকের বদ্যি আছে। যদি মিষ্ট কথাতে রোগী না বুঝে, তা' হ'লে তা'রা জোর পর্য্যন্ত করে। যদি দরকার হয়, রোগীর বুকে হাঁটু দিয়ে রোগীকে ঔষধ গিলিয়ে দেয়। সেরূপ আবার উত্তম থাকের আচার্য্য আছে। তাঁরা ঈশ্বরের পথে আনবার জন্য শিষ্যদের উপর জোর পর্য্যন্ত করেন।"

পণ্ডিত মহাশয়। যদি উত্তম থাকের আচার্য্য থাকেন, তবে কেন আপনি সময় না হলে জ্ঞান হয়না বল্‌লেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সত্য বটে। কিন্তু মনে কর ঔষধ যদি পেটে না যায়—যদি মুখ থেকে গড়িয়ে যায়, তা' হ'লে বদ্যি কি করবে? উত্তম বদ্যিও কিছু করতে পারে না।

(পাত্রাপাত্র)

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাত্র দেখে উপদেশ দিতে হয়। তোমরা পাত্র দেখে উপদেশ দাওনা। আমার কাছে কেউ ছোকরা এলে আমি আগে জিজ্ঞাসা করি, 'তোর কে আছে'। মনে কর বাপ নাই, হয়তো বাপের ঋণ আছে—তা' হ'লে সে কেমন ক'রে ঈশ্বরে মন দিবে। শুনছো বাপু?

পণ্ডিত। আজ্ঞে হাঁ আমি সব শুন্‌ছি।

তাহার পর ঈশ্বরের দয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। একদিন ঠাকুরবাড়ীতে কতকগুলি শিখ সিপাহী এসেছিল। মাকালীর মন্দিরের সম্মুখে তাঁ'দের সঙ্গে দেখা হ'ল। কথার মধ্যে একজন বল্‌লে' ঈশ্বর দয়াময়! আমি বল্‌লাম, বটে? সত্য নাকি? কেমন করে জান্‌লে? তারা বল্‌লে, কেন মহাশয় ঈশ্বর আমাদের খাওয়াচ্ছেন, দাওয়াচ্ছেন—এত যত্ন করছেন।

আমি বললুম সে কি আশ্চর্য্য? ঈশ্বর যে সকলের বাপ! বাপে ছেলেকে দেখবে না ত কে দেখ্‌বে? তবে কি ওপাড়ার লোকে এসে দেখবে নাকি?

নরেন্দ্র। তবে ঈশ্বরকে দয়াময় বল্‌বোনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোকে কি আমি দয়াময় বল্‌তে বারণ করছি। আমার বল্‌বার মানে এই যে, ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক। পর নয়।

পণ্ডিত। কথা অমূল্য।

ঠাকুর জল খাইতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে একগ্লাশ জল রাখা হইয়াছিল। তিনি সে জল খাইতে পারিলেন না—আর একগ্লাশ জল আনিতে বলিলেন। পরে শোনা গেল যে, কোনও ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ঐ জল স্পর্শ করিয়াছিল।

(বিদায়)

পণ্ডিত। (হাজরাকে সম্বোধন করিয়া) আপনারা ইহার সঙ্গে রাতদিন থাকেন—আপনারা মহানন্দে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (হাসিতে হাসিতে) আজ আমার খুব দিন! আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখ্‌লাম (সকলের হাস্য)। দ্বিতীয়ার চাঁদ কেন বল্‌লাম জান? সীতা রাবণকে বলেছিলেন, 'তুমি পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয় চাঁদ'। রাবণ এর মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারি খুসী হ'য়ে ছিল। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে। এইবারে দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ; তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।

এই বলিয়া ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। পণ্ডিত বন্ধু বান্ধব সঙ্গে— ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ভগবান রামকৃষ্ণও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

ঠাকুর পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা।

হেমেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রায় দুই বৎসর পরে প্রতিভাসুন্দরী জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রেরা নিজেদের যত্ন ও চেষ্টায় এবং পরস্পরের সাহায্যেই যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রনাথ কেবল নিজে বিদ্যালাভ করিয়া এবং ভ্রাতা ও ভগ্নীপ্রভৃতির শিক্ষাসাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, তিনি স্বীয় পুত্রকন্যা-দিগকেও ধর্ম্মানুকুল শিক্ষাপ্রদান করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তিনি পুত্রকন্যামধ্যে একটুও ভেদবিচার করেন নাই। তিনি পুত্রদিগের যথোচিত শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কন্যাদিগেরও উপযুক্ত শিক্ষাবিষয়ে তদপেক্ষা এতটুকুও হীন ব্যবস্থা করেন নাই। প্রাজ্ঞ মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের * কথায় আমরা হেমেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিতে পারি " He was THE educationist of the day " এবং প্রতিভাসুন্দরীর শিক্ষাপ্রণালী হইতেই আমরা এই কথার যাথার্থ্যের পরিচয় পাইব।

---

* এই অংশ লিখিত হইবার পর পরলোকগত।